বাঙ্গাল

11 OCT 1919

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর প্রণীত।

পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক—
শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম, এ, বি, এল,
লিখিত ভূমিকা।

১৩২৬

মূল্য ॥০ আট আনা। বাঁধাই ৸০ বার আনা।

৬৩নং নবাবপুর, ঢাকা,
"জাহ্নবী-প্রেস" প্রিণ্টার—
শ্রীঅম্বিকাচরণ সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পোঃ লাখপুর, সিমুলিয়া, ঢাকা।
"সাধনা-কুটীর"
হইতে—
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

উৎসর্গ-পত্র।

আমার

স্বদেশ, স্বজাতি ও সমাজের

গৌরব,

ঢাকার অন্যতম প্রখ্যাতনামা ব্যবহারজীব,

শ্রীলশ্রীযুক্ত কমলাকান্ত দত্ত মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে—

দেব,

যে স্নেহ-করুণা-দয়া-মমতা-মায়ার
দুরচ্ছেদ্য ঋণ পাশে বাঁধা এই প্রাণ;
সারা-দেহ-মন-প্রাণ-শ্রদ্ধা-ভক্তি, আর
জানিনা কি দিলে তার হবে প্রতিদান।

১৩২৫ সন।
বাসন্তী পূর্ণিমা।

আপনাদের চিরস্নেহানুগত—
—অক্রূরচন্দ্র

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর প্রণীত

কাব্য-গ্রন্থাবলী।

বিবিধ ধর্ম্ম, নীতি, প্রেম-ভক্তি, ও করুণরসাত্মক

কবিতাবলীর একত্র সমাবেশ।

আলোকণা।

মূল্য ।৵০ বাঁধাই ॥০

ঝঙ্কার।

মূল্য ॥০, বাঁধাই ৸০

বেহুলা।

মূল্য ।০, বাঁধাই ॥০

সুখের-সন্ধান।

মূল্য ।০

ভূমিকা।

"ঝঙ্কার" যুবা কবির একখানি গীতি-কাব্য। বঙ্গসাহিত্যিকগণ ইহাঁর "আলোকধারা" সহিত ইতিপূর্ব্বেই পরিচিত হইয়াছেন। আধুনিক উদীয়মান কবিদিগের প্রেম কি বিরহ গাথা ইহাতে বিরল হইলেও, এই পুস্তিকাখানি বড় মধুর। ইহার ভাষা কলনাদিনী গিরি-নদীর মত অনাবিল স্রোতে তর্ তর্ বহিয়া যাইতেছে। ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ভাবও তেমনি মনোহর।

আজকালকার গীতি কবিতার একটা স্বভাব এই যে কবি যে কি বলিতে চাহেন তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারা যায় না। হয়তো স্বয়ং কবিকে জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি রবার্ট ব্রাউনিং এর মত বলিবেন "প্রথমতঃ এই কবিতার অর্থ ঈশ্বর ও আমি উভয়ে জানিতাম; এখন আমি ভুলিয়াছি, ঈশ্বরই ইহার অর্থ বলিতে পারেন।" অক্রূর বাবুর গীতিকাব্য সম্বন্ধে একথা কোন সমালোচক বলিতে পারিবেন না, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। পুষ্পোদ্যানে নানা জাতি ফুলের সুগন্ধের মত, কবিতাগুলি নানা ভাবের আমোদ প্রদান করিয়া বস্তুতঃই চিত্তরঞ্জন করে। ইহার কোথাও বা অতীতের স্মৃতি বিশুষ্ক গোলাপের মত প্রায় অলক্ষ্য গন্ধে, কোথাও ভগবদ্ভক্তির স্নিগ্ধ সৌরভে, কোথাও বীররসের ওজস্বী ভাবতরঙ্গে কোথাও বা দুঃখের করুণ কাকলিতে, আর কোথাও বা প্রীতি ও স্নেহের মধুর মূর্চ্ছনায় পাঠককে মুগ্ধ করিবে। অনেক স্থলে পড়িতে পড়িতে পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাব-কবি স্বর্গগত গোবিন্দ দাসের কথা মনে পড়িবে।

স্থূলকথা, আমরা কাব্যরসিক বাঙ্গালী পাঠকগণের নিকট এই নানা রাগের সঙ্গীত-ঝঙ্কার উপস্থিত করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেছি।

"তৎ স্বাদয়ন্তু রসিকাঃ সুনিভৃতম্" ইতি--

ঢাকা
২৯ শে পৌষ, ১৩২০ সন। } শ্রীকামিনীকুমার সেন।

ঝঙ্কার।

প্রণাম্।

না পোহাতে নিশি   না হতে দিবস
আঁধার না যেতে সরিয়া ;
যে হৃদয় আমার   হৃদয় খানিকে
প্রভাতী আলোকে ভরিয়া—

আবেশ অবশ   অলস পরাণে
ঘুম হতে জেগে উঠি ;
সকলের আগে   মনে পড়ে যাঁর
গোলাপী নয়ন দুটী।

ঝঙ্কার।

প্রতিদিন ওই নীলিমা-খচিত
ভোরের আকাশটীতে ;
যে এ'সে হাসিয়া দাঁড়ায় আমার
প্রভাত-প্রণাম নিতে।

বায়ু হয়ে যাঁর স্নেহের পরশ
আমার দেহেতে লাগে ;
জল হয়ে যাঁর জীবন নামের
মহিমা হৃদয়ে জাগে।

ফুল থেকে যার অঙ্গের সৌরভ
ভুলায় আমার প্রাণ ;
মধুপ যাঁহার মধুর আলাপে
ক'রে যায় মধুদান।

চির জীবনের সুহৃদ যেজন
জনম মরণ স্বামী ;
তারি দুটী রাঙা চরণ সরোজে
প্রণাম করিছি আমি।

বিশ্বরূপ।

বিশ্বরূপী খুঁজে খুঁজে, তোমারে হে বিরাট বিশাল
ঘুরিয়াছি কতখানে, কতকাল—গেযে কতকাল!
আলোড়িয়া বেদান্ত পুরাণ
শিখিয়াছি কত মন্ত্র কত তন্ত্র কত স্তোত্র গান।

তীর্থে তীর্থে মন্দিরেতে গৃহে গৃহে তুলসী তলায়
দিবসে জ্বালিয়া দীপ কতযেগো খুঁজেছি তোমায়,
দূর্ব্বাদল সুগন্ধ চন্দন,
কুসুম আহরি তোমা দেখায়েছি কত প্রলোভন।

দেখি নাই পাই নাই ভে'ঙে গেছে সেভুল আমার
আজি কে হে বিশ্বরূপী, বিশ্ব জোড়া মূরতি তোমার
ঢাকিয়াছে সারাটী হৃদয়
এবিশ্ব তোমাতে মগ্ন, বিশ্বদেব তুমি বিশ্বময়।

কোটী চন্দ্র কোটী সূর্য্য, কোটী কোটী গ্রহ উপগ্রহ
উঠে পুনঃ নিভে যায় জোনাকীব অহরহঃ।
কতশত সাগর ভূধর
জাগে ঘুম যায় তব প্রতি লোমকূপে নিরন্তর।

সাধনা কুটিরে বসি' কতশত দেব ঋষিগণ
মহিমমণ্ডিত তব মহামূর্ত্তি ক'রে নিরীক্ষণ
প্রাণভ'রে অমৃত কিরণে
যাইছে মিশিয়া সেই জ্যোতিঃ ঘন অনন্তের সনে।

দান।

খুলিয়া দিয়েছ আজি অফুরন্ত ভাণ্ডার তোমার
হে রাজন্ জগতের কাছে;
সকলে নিতেছে লুঠি' সে অনন্ত মণিমুক্তা ভার
যার যত প্রয়োজন আছে।

তপন প্রভাতে তব চরণের কিরণের ধারা
চেয়ে গিছে আপনার লাগি;
বিমল জোছনা রাশি মুঠা ভরি গ্রহশশীতারা
লভিয়াছে সারা রাত জাগি।

কুসুম লইয়া তব শ্রীঅঙ্গের সুন্দর সুবাস
ভরিয়াছে সারা মন প্রাণ;
নিজেরে বিলায়ে আজি দিয়েছ হে জগতের পাশ
হে অনন্ত, ধন্য তব দান।

চে'য়ে আছি।

প্রভাতে আসিয়া সে যে দুয়ারে দাঁড়িয়ে
কত ক'রে ডে'কেছিল মোরে;
কতফুল হাসি রাশি অঞ্চল ভরিয়ে
এনেছিল; আমি ঘুম ঘোরে

একটী একটী বার দেখিনি চাহিয়া,
অভিমানী অভিমানে তাই;
ফুলগুলি হাসিগুলি সবি মোরে দিয়া
চলে গেছে, বলে গেছে "যাই"

সেই যে গিয়াছে কবে অভিমান ক'রে
আরতো সে ফিরিলনা হায়;
সুখ শান্তি তারি সাথে বহুদিন ধ'রে
মোর কাছে ল'য়েছে বিদায়।

নিদাঘের পুষ্প সম মধুহীন প্রাণে
কোনরূপে কোনরূপে বাঁচি;
আজি তাই সব ভুলে তারি পথ পানে
চে'য়ে চে'য়ে শুধু চে'য়ে আছি।

সার্থক।

অতলান্ত সিন্ধু তুমি সুবিশাল সুবিপুল কায়,
আমি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী হইয়াছি তোমারি আশায়;
মিশিতে তোমার সনে কত সাধ করি মনে,
ছুটিয়াছি দিবসে নিশায়;
হে মম হৃদয়রাজ করুণা করিয়া আজ
কাছে টে'নে লওগো আমায়।

প্রেমের দেবতা ওগো বিশ্বজু'ড়ে রয়েছে তোমার
মোহন মূরতিখানি, আজ আমি তাই প্রেমাধার!
কুসুম জনম লয়ে, এসেছি ও রাঙ্গা পায়ে
আপনারে দিতে উপহার;
সার্থক জনম মম করহে অন্তর তম
স্থান দিয়ে চরণে তোমার।

পূর্ণ হ'তে আরো তুমি পূর্ণতম বাকা শশধর,
চকোর হইয়া তাই জন্মিয়াছি আমি প্রাণেশ্বর,
একমনে একপ্রাণে চে'য়ে আছি মুখ পানে
উচ্ছ্বসিত তৃষিত অন্তর;
মিটায়ে প্রাণের সাধ, তব স্নেহ আশীর্ব্বাদ
সুধাধারা ঢাল সুধাকর।

পথিক।

কবে যে দিয়েছি পথ কই কতদূর?
কোথায় বিরাজে তব সেই শান্তিপুর?
যিছে দুঃখ হাহাকার নাই যেথা এ ধরার
যেখানে কেবলি সুখ শান্তি সুমধুর
কই নাথ, কত দূরে সেই শান্তিপুর?

আর কতদিন আছে কখন আসিয়ে কাছে
হাতে ধ'রে টেনে নিয়ে যাইবে আমার,
এই চির বিরহীর , মুছায়ে আঁখির নীর
কবে দিবে? সে দিনের বাকী কত আর?

দেখিতে দেখিতে বেলা হ'য়ে এলো শেষ
একাকী চলেছি, পথ অজানা বিদেশ
কণ্টক ফুটেছে পায় আঘাত লে'গেছে গায়
বুঝিনা পারিনা যে'তে কোথা পরমেশ,
হাত ধরি লও এ'সে, বেলা হল শেষ।

দীক্ষা।

তুচ্ছ সম্পদের গর্ব্ব মোহময় স্বার্থ অন্ধকার,
মু'ছে দাও প্রাণ হতে, ওগো নাথ আজিকে আমার;

সকল আমিত্ব দ্বন্দ্ব ঘুচাইয়া জনমের মত,
বিশ্বহিত মহাব্রতে দীক্ষা দাও বিশ্বহিত ব্রত।

যেকবে ক'রেছি নিত্য অপরের শত অত্যাচার,
দুর্ব্বলের প্রপীড়ণ, বিশ্বনীতি লঙ্ঘিয়া তোমার,
হে অনন্ত, হে বিরাট, মহাশক্তি হে মহারাজন্!
বিশ্ব জগতের হিতে আজ তার হক নিয়োজন।

যে হৃদয় ছিল মোর মরুভূমি ধুধু বালুকার,
প্রবাহিত কর তাহে বিশ্বপ্রেম স্বরগ সুধার
অফুরন্ত নির্ঝরিণী সিক্ত করি কঠিন অন্তর,
অনন্ত করুণা ধারা বহে যাক্ ঝর ঝর ঝর।

জলদের মত আমি জল হ'য়ে গ'লে গিয়ে আজ,
বিলাইব শান্তিসুধা পিপাসিত জগতের মাঝ;
কুসুমের মত নিজ সরবস্ব করি বিতরণ;
সমভাবে সকলের শ্রান্তি ক্লান্তি করিব হরণ।

চাহিনা চাহিনা আমি প্রতিদান কিম্বা বিনিময়
আমার যে ভালবাসা সে বাসনা কলুষিত নয়।
আজ আমি পরতরে নিজ করে কালকূট পিয়া
নীলকণ্ঠ সম সুখে মৃতবিশ্বে বিলাব অমিয়া।

ভিখারী দেবতা।

বিরহব্যথিত চিত দীন হীন ভিখারীর বেশে,
ছদ্মবেশী রাজরাজেশ্বর,
চেয়েছিল প্রেমভিক্ষা একদিন মোর কাছে এ'সে
ঘৃণা করি দেইনি উত্তর।

অপমান বাক্যবাণে বিদ্ধতনু হইয়া তখনি
ধীরে ধীরে লইল বিদায়;
নিজের অদৃষ্ট দোষে কাঞ্চনেরে কাচ বলে গণি
হারায়েছি, একি হ'লো হায়!

অভিমান অহঙ্কার হৃদয়ের সব গেছে ভে'গে,
আজ হ'তে কিছু নাই আর;
সর্ব্ব অঙ্গ ছেয়ে গেছে কি যে এক বিষাদের বিষে
প্রাণ জু'ড়ে নাচে হাহাকার।

ছদ্মবেশী ভিখারীগো কৃপা করি একদিন আর
এ'স যদি হৃদয় দুয়ারে,
প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি যা আছে আমার
না চাহিতে অর্পিব তোমারে।

ডালি।

বসন্ত এ'সেছে ল'য়ে প্রাণ ভরা প্রীতি উপহার,
সুগন্ধ কুসুম মাল্য ডালি দিতে চরণে তোমার।
হে অনন্ত, হে বিরাট, বরণীয় হে বিশ্ব রাজন্;
তোমার পূজার আজ দিশি দিশি কত আয়োজন।

বিহঙ্গের কণ্ঠ হ'তে উঠিয়াছে আবাহন গান,
তরঙ্গিণী নেচে নেচে মহানন্দে বহিয়া উজান
তোমারি মহিমা গীতি গাইছে হে জগতবন্দন;
হৃদয়ে হৃদয়ে রাজে তারি শুভ আনন্দ-স্পন্দন।

আপনি বারিধি তার প্রান্তহীন সলিল-লহরী
তোমারে দিয়েছে পাদ্য; বসুন্ধরা করযোড় করি,
রচিয়া এনেছে অর্ঘ্য! সাজিভরা মণিমুক্তাভার
ফল ফুল কন্দ মূল অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-সম্ভার।

সে ঐশ্বর্য্য কোথা পাব ডালি দিতে হে ঐশ্বর্য্যময়
কি ল'য়ে দাঁড়াব আমি; নাহি মোর বিভব বিষয়।
সরম সঙ্কোচ ভরা ভক্তিপুত হৃদয়টী খালি?
আছে মোর, তাই কিহে শ্রীচরণে দিয়ে যাব ঢালি?

প্রার্থনা।

দেব,

তোমারি আশিস-করুণা-কুসুম অবহেলে পদে দলি,
ঘোর কুহেলির গোলকধাঁধায় বহুদূর পথ চলি'
আজিকে তোমার মন্দির-দুয়ারে দাঁড়ায়েছি যোড়পাণি ;
দেও এই হিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া অশিবে অশনি হানি।

শ্রান্ত আঁখি মোর দেখুক চাহিয়া চরাচর সব ঠাঁই,
রহিয়াছে পাতা তব সিংহাসন তুমি ছাড়া কিছু নাই ;

তুমি জগতের সৃজন, পালন, প্রলয় বিধাতা ধাতা,
তুমি জল, স্থল, অনিল, অনল, তুমি পিতা, তুমি মাতা।
তুমি রবি, শশী, গ্রহউপগ্রহ, তুমি সূক্ষ্ম, তুমি স্থূল,
আকাশের তারা, সাগরের মণি, অকূলের তুমি কূল।

হাজার আঘাতে দাওহে ভাঙ্গিয়া অভিমান অহঙ্কার,
বাসনা-অদ্রির সমুন্নত শির হ'য়ে যাক চুরমার

কোহিনুরমণি চরণে দলিয়া জমাবে কয়লা ছাই ;
আর যেন এই অবোধ [illegible] নাহি ছুটে ঠাঁই ঠাঁই।
পথেরে আপন আলোয় [illegible] দাঁড়ায়ে পথের 'পরে,
আর যেন মোর চঞ্চল [illegible] মিছে দেবী নাহি করে।

গহন কাননে পথ হারাইয়া পথিক যেমন নাথ,
দিবসযামিনী আকুল অন্তরে ডাকে তোমা দিনরাত
শিখাও আমারে সেরূপে ডাকিতে নিয়ত আকুল প্রাণে,
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে দিবারাতি ধ্যানে ধ্যানে।

মানসী।

বদ্ধদুয়ার খুলিয়া আমার, কে এল কুটীর মাঝে?
সুমধুর সুরে মরমের পুরে কাহার নূপুর বাজে?
আবেশ-অবশ হৃদয়ে জাগিছে কাহার পরশখানি?
আমার মানসী-রাণী, সেযেগো আমার মানসী-রাণী।

বহুদিবসের বিরহ-বিধুর যাতনা-কাতর হিয়া,
কে দিল জুড়া'য়ে আজি এ মধুর মিলন-মাধুরী দিয়া?

কাহার আশিস-করুণা-কিরণে বিপদ-কালিমা নাশি';
শত বরষের অশ্রু আজিকে হইয়া উঠিল হাসি?
দীনের কুটীরে আজি কে ছড়া'লো মুকুতা মানিক আনি?
আমার মানসী-রাণী, সেযেগো আমার সাধনা-রাণী।

শুনিয়া কাহার শান্তমধুর বীনার বিনোদ ছন্দ,
সভয়ে চরণে হইল আনত বাসনা কামনা দ্বন্দ্ব?
স্তম্ভিত হ'য়ে পড়িল লুঠিয়া গর্ব্বিত রিপু দলে,
বিস্ময় চমকে চকিত হৃদয়ে আসিয়া চরণ তলে?

এতদিনপর হইল আমার সার্থক সাধনাখানি
কাহার চরণ আশিসে? সেযেগো আমার মানসী-বাণী।

প্রেমের তীর্থ।

পিছনে ফেলিয়া হৃদয় পুণ্য পরম তীর্থ ভূমি;
চলেছ কোথায় কোন্ সাধনায় ভ্রান্ত সাধক তুমি?
কোন্ সে সুদূর বৃন্দাবনের গহন বনের ফাঁকে,
আকুল হ'য়ে খুঁজছ তোমার প্রাণের দেবতাকে?

ব্যর্থ ভ্রমণ তীর্থে তীর্থে লভ্য শুধুই শ্রম:
এই ভাবে আর পথ চ'লোনা ঘুচাও মনের ভ্রম।
সমুখে ওই প্রীতির প্রয়াগ ভক্তির বৃন্দাবন;
প্রেমের কাশীর উজান জলে ডুব্ দে' উঠবে মন।

মিলিবে স্বর্গ, চতুর্ব্বর্গ, কল্পমোক্ষ ধন;
নয়তো কেবল তীর্থে তীর্থে বৃথাই অন্বেষণ।
বিরাট বিপুল মন্দিরে তায় যায়না তালাস করা,
প্রাণের পুণ্য প্রেমের তীর্থে দেবতা দেন ধরা।

ভয়ে ভয়ে ভালবাসি।

সেযে
উচ্চ হ'তে উচ্চতর আরো, মহান হইতে সুমহান ;
পর্ব্বতের মত মহাকায়, আমি তুচ্ছ রেণুকা সমান।
ভয়ে ভয়ে ভালবাসি তারে প্রাণে মোর এইটী সংশয়,
আমি ভালবাসিলে কিজানি পাছে তার অপমান হয় ?

ওগো
অতলান্ত মহাসিন্ধু সেযে, আমি তার বিন্দুসম নই ;
কত রত্নপূর্ণ তার গেহ, আমি ভস্ম বুকে করে বই।
পদতলে পড়ে আছে তার, কত শত রাজসিংহাসন,
আমিতো সে ভিখারীর মত দিনান্তের নাই আয়োজন।

আমি
ভয়ে ভয়ে ভালবাসি তারে প্রাণে মোর তাইতে সংশয়
আমি ভালবাসিলে কিজানি পাছে তার অপমান হয়।

অবুঝ।

আকাশ হইয়া নিতি চেয়ে রই তারি পানে ;
বাতাস হইয়া কত কথা কই কানে কানে।
রবি হয়ে প্রতিদিন কত আলো দিয়ে আসি,
অবোধ বোঝেনা তবু তাহারে যে ভালবাসি।

মাতা হয়ে স্নেহ করি পিতা হয়ে কোলে লই ;
ভাই হয়ে বন্ধু হ'য়ে কাছে কাছে বসে রই।
দিবারাতি সেবা করি হয়ে তার দাসদাসী ;
অবুঝ বুঝেনা তবু তাহারে যে ভালবাসি।

কুসুম হইয়া তারে করি আমি মধুদান ;
সুখ হ'য়ে করে দেই দুঃখতাপ অবসান।
সান্ত্বনা হইয়া নাশি তাহার যাতনারাশি,
অবুঝ বুঝেনা তবু তারে কত ভালবাসি।

আমি যেয়ে পাখী হয়ে ডাকি তারে ভোর বেলা ;
সাথী হয়ে খেলি গিয়ে তার সাথে কত খেলা।
অবিরত কাছে থাকি করি কত হাসাহাসি ;
অবুঝ বুঝেনা তবু তারে কত ভালবাসি।

ভিক্ষা।

হে মোর গানের গুরু, আজি মোরে শিখাও সে গান,
যা শুনিলে একদিন পাষাণ হইতে লীন
যমুনা-তরঙ্গরাশি নে'চে নে'চে বহিত উজান।

সেইনামে গেঁথে দাও আজ তুমি মালাটী আমার
গীতাতে যা নহে গীত, বেদান্তের অবিদিত,
ভক্ত কণ্ঠে কণ্ঠে শুধু বিরাজিত মহিমা যাহার।

আমারে শুনাও সেই নিরক্ষর কবিতার সুর;
জগতের আদি কবি আঁকিল সোনার ছবি,
যাহারে আদর্শ করি, হে আমার ভাষার ঠাকুর!

সেই পদ আজ আমি ভিক্ষা চাই দাও দয়াময়,
ধ্রুব যে পদের তরে রাজপদ তুচ্ছ ক'রে,
ফলাহারী বনবাসী হয়েছিল ছাড়িয়া আলয়।

কর্ম্মযোগ।

চাহিনা অনন্ত স্বর্গ, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-ফল,
চতুর্ব্বর্গ চাহিনা তোমার;
কর্ম্মময় প্রভো, তব কর্ম্মগুলি সাধিতে কেবল
দীনহীনে দাও অধিকার।

অন্তিমে নির্ব্বাণ মুক্তি কর্ম্মলভ্য হয় হক, সেই
যুক্তি তত্ত্বে নাহি প্রয়োজন;
"তোমার সৃজিত বিশ্বে, আমি যেন ভালবাসি", এই
দানটুকু দাওগো রাজন্।

কর্ম্মের শৃঙ্খলে পিতা, ওহে নিত্য সত্য সনাতন,
বাঁধা থাক্ জীবন আমার ;
তোমার এ কর্ম্মভূমে কর্ম্মযোগ করিতে সাধন,
আসিব যাইব বার বার।

অভিষেক।

বিশ্বসভা আলোকিয়া ব'সে আছ হে বিশ্বরাজন্,
বিশ্ব ভরি আজিকে তোমার ;
উ'ঠেছে বিজয় ধ্বনি হইতেছে কত আয়োজন,
অবসর নাহি বসুধার।

পর্ব্বত অর্পিয়া তোমা' সুবিস্তৃত শৈল সিংহাসন,
দাঁড়াইয়া আছে যোড়পাণি,
সিন্ধু স্বীয় বারি-ধারা, তরঙ্গিনী তরঙ্গে আপন
রাজকর যোগাইছে আনি।

তপন তোমার গলে পরাইয়া যাইতেছে আসি
মণিময় আলোকের হার ;
পবন আপন মনে শ্রীচরণে কত রাশি রাশি
নিবেদিছে স্তোত্র উপহার।

কুসুম সুগন্ধরাশি ব'য়ে এ'নে আপনার শিরে,
তোমারেই করিছে অর্পণ ;
ভাগ্যবতী বসুন্ধরা, হেরি নিত্য তাহার কুটীরে
অভিষেক তোমার রাজন্।

বসন্তে।

এমনি এমনি দিনে, বসন্তের আগমনে,
কুসুমেরা ফুটিবে যখন ;
সেতো হায় কত ক'রে বলিয়া গিয়াছে মোরে,
কেঁদনা "আবার সখি, আসিব তখন।"

অইতোরে গাছে গাছে মধুপেরা ছুটিয়াছে,
ফুলকলি ফুটিয়াছে অই,
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ, উঠেছে সোনার চাঁদ,
কই মোর আলোকরা কালো শশী কই ?

নিরমম নিরদয় সেতোরে এমন্ নয়,
সেতো বুঝে আমার বেদন ;
একটুকু কাছ ছে'ড়ে সেতো কভু যায়নিরে,
পাছে তারে না দেখিয়া করিব রোদন।

আজি তো বছর প্রায় গত হ'য়ে যায় যায়,
পথ চে'য়ে ব'সে আছি তার;
সেতো কই কাছে এ'সে বলিলনা হে'সে হে'সে
"কেঁদনা সখিরে আমি এ'সেছি আবার।"

কামনা।

তুমি—আড়ে আড়ে থে'কে বাজো'য়ো বাঁশরী
দূরে দূরে গে'য়ো গান;
যত—অসুখ বিষাদ যাতনা পাসরি,
শুনিবে আমার প্রাণ।

তুমি—ভোরের আকাশ ভরিয়া দিয়োহে
কেবলি গানে গানে;
তুমি—গোপনে দাঁড়ায়ে কহিও তোমার
দিব্য মন্ত্র কানে কানে।

মোর—অবোধ পরাণ উঠিবে চমকি,
ভাঙিবে আঁখির ঘোর;
আমি–দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থমকি থমকি
রজনী করিব ভোর।

নিবেদন।

শত দৈন্য, দুঃখ, জ্বালা, রোগ, শোক, অপমান,
দিয়ে যদি এ হৃদয় ভে'ঙে কর খান খান,
তবু তোমারেই যেন চাহে মোর প্রাণ মন,
এই মোর শেষ ভিক্ষা এই মোর নিবেদন।

আমার আশার শিরে নিজ হাতে যদি নাথ,
হে'সে হে'সে এ'সে তুমি কর যা বজ্রাঘাত
শতরূপে শতবার কর শত অকল্যাণ
তবু "তুমি দয়াময়" এই যেন জানে প্রাণ।

বুকভরা ব্যর্থআশা বেদনার অশ্রুজল
বহে যদি, চারিদিকে হে'সে উঠে অমঙ্গল,
সুখদাতা হে বিধাতা, তুমি যে "মঙ্গলময় ;"
চিরদিন যেন তবু এ কথাটী মনে রয়।

পতিত এ পাপীজনে ঘৃণা ক'রে যদি যাও ;
ডুবু ডুবু তরি খানি আরও ডুবায়ে দাও,
তবু তব সুধা মাখা "পতিত পাবন" নাম,
আমার পরাণ ভ'রে জাগে যেন অবিরাম।

নীরবভারত।

নীরব ভারত-কুঞ্জ ভারতী কোথায় ?
কাশী, কাঞ্চী, বৃন্দাবন, মৃতপ্রায় অচেতন,
পড়ে আছে ওই খানে, আরতো সেথায়
ঝঙ্কারিয়া মনপ্রাণ উঠেনা সে সামগান
গভীর ওঙ্কারে বিশ্ব ছেয়ে নাহি যায
নীরব ভারত-কুঞ্জ, ভারতী কোথায় ?

নীরব ভারত-কুঞ্জ ভারতী কোথায় ?
ভারতের আর্য্যনীতি, ভারতের শ্রুতি স্মৃতি,
দর্শন বিজ্ঞান আদি কিছু নাহি হায় !
পরম পবিত্র মন ভারতের ঋষিগণ,
আরতো মিলিত কণ্ঠে বেদ নাহি গায়,
আরতো ভাসেনা বিশ্ব ভারত-বিভায় !

আরোত জগত-পূজ্য আর্য্যসুতগণ,
আজীবন কায়মনে, মত্ত হ'য়ে জ্ঞানার্জ্জনে,
করেনা ভারতী-পূজা পূর্ব্বের মতন;
বিলাস বাসনা ছাড়ি, পুণ্যব্রত ব্রহ্মচারী
হইতে আরতো কারো নাহি চাহে মন !
এভারত সেভারত নাইরে এখন !

আরতো ভারতবাসী চাহেনা তেমন
পুণ্যবলে বলীয়ান, বীরের মতন প্রাণ,
ধর্ম্মযুদ্ধে রণাঙ্গনে সুখের মরণ ;!
অথবা পরের তরে প্রাণদিয়ে অকাতরে
লভিতে অনন্ত স্বর্গ শান্তি-নিকেতন,
ভারতে এমন কেহ নাইতো এখন।

ভারতে এমন কেহ নাই তোরে আর !
—কাটিয়া পুত্রের শির, গৃহাগত অতিথির
দিতে পারে আতিথ্যের পুণ্য-পুরস্কার !
একটী পাখীর দেহ বিনিময়ে আর কেহ,
পারেনাতো কেটে দিতে মাংস আপনার ;
ভারতে এমন কেহ নাইতোরে আর !

এভারত সেভারত নাইরে এখন !
হিন্দুস্থান হিন্দুহীন হইতেছে দিনদিন
হিন্দুত্ব চলিয়া গেছে জন্মের মতন ;
বিলাস বাসনা আসি, ভারত ফেলেছে গ্রাসি,
পাপাচারে মত্ত আজ আর্য্যসুতগণ,
এভারত সে ভারত নাইরে এখন।

নাই সেই পূর্ব্বপ্রভা কিছু নাই আজ,
—হিন্দুর গৌরব-গীতি নাই নাই শুধু স্মৃতি

ভারতশ্মশান-বক্ষে করিছে বিরাজ;
ভুলিয়া জাতীয়তায়   সিংহশিশু আজ হায়
শবসম অচেতন—কি লাজ! কি লাজ!!
ভারতের সেইদিন কোথা গেল আজ?

অভয়।

আকাশ চে'য়ে উচ্চ তোমার আশার উচ্চশির,
সাগর চে'য়ে হৃদয়তব শান্ত সুগম্ভীর।
তোমার চিত্ত অচল চেয়ে আরও পরিসর;
তোমার ইচ্ছা তোমার শক্তি আরও মহত্তর।
শতকোটী সূর্য্য হ'তেও তুমিই দীপ্তিমান;
এজগতে সবার চে'য়ে তুমিই সুমহান।
নিমেষে সকল বিশ্ব তুমি করতে পার জয়;
কে বলে মানব ক্ষুদ্র তবু কিসের এত ভয়?

আছে সুখ।

ছিছি এত ভে'বে ভে'বে কেনগো মলিন মুখ?
কে বলিল সুখ নাই? আছে আছে আছে সুখ।

সংসার অসার নয় এরি মাঝে আছে সার ;
খুঁজে নিলে এখানেই সুখ মিলে অমবার।

এ জীবন প্রাণ মন বিশ্বহিতে ঢেলে দাও,
পরের সুখের লাগি নিজ সুখ ভু'লে যাও—
দয়ামায়া-প্রেম-স্নেহ-প্রীতিপরিপূর্ণ মনে ;
এক হ'য়ে মিশে যাও সারা জগতের সনে।

মিছামিছি আমিত্বের অভিমান অহঙ্কার,
অনর্থ অর্থের লোভ ভু'লে যাও একবার।
নাম মকরন্দ পীয়ে সাহসে বাঁধয়ে বুক ;
তবেই দেখিবে এই সংসারেও আছে সুখ।

আত্ম-সন্দর্শন।

একি আমি সেই আমি ? যার পুণ্য জ্যোতির ছটায়
আলোকিত বিশ্ব ধাম, এতদিন চিনিনি আমায় ?
পাপ, তাপ, দুঃখ, জ্বালা, অশান্তির মিছে হাহাকার,
অসুখ বিষাদ কভু যার কাছে আসেনা ধরার
অক্লেদ্য অদাহ্য আত্মা, রোগ শোক দুঃখ বিবর্জ্জিত,
আত্ম সম্মোহিত ব্রহ্ম, আমি আজ মোহ জর্জ্জরিত

মন্ত্র মুগ্ধ সিংহ-শিশু বুঝি নাই আপন শকতি,
রয়েছি বিতংস-বদ্ধ; আমারই এত অবনতি?
থাক্ থাক্ যা হ'য়েছে নিয়তির কূটচক্র সবি;
আজ হ'তে জ্ব'লে উঠি মধ্যাহ্নের মেঘমুক্ত রবি।

বিশ্বের ডাক।

বিলাস-লালসা যা ছিল হৃদয়ে
ব'লে দে হৃদয় ভুলিয়া যাক্;
আয় ছুটে আয় জগতের কাজে
আজিকে তোদের পড়েছে ডাক।

ওই যে দুয়ারে দাঁড়ায়ে কাঙাল
আঁখিতে বহিছে বেদনা ধার;
মুছাতে তাহার চোকের সলিল,
তোদের উপরে পড়েছে ভার।

পিপাসার বারি যোগাবি তৃষিতে,
ক্ষুধিতে করিবি আহার্য্য দান;
বিষাদ বেদনা ব্যথিত মথিত
পতিতে শুনাবি সান্ত্বনা-গান।

সারাটী জগত খুঁজিলে মিলেনা
একটুকু যার দাঁড়াতে ঠাঁই ;
তোরা হবি তার আপনার জন
তোরা হবি তার ভগিনী ভাই।

মম বেদনার মধুর সঙ্গীতে
জুড়াবি ধরার যাতনা ভয় ;
পর উপকারে স্বার্থ বলি দিয়া
মরিয়া লভিবি অনন্ত জয়।

সন্ধ্যা-সঙ্গীত।

কত সুখ কত আশা ভালবাসা বুকে ক'রে নিয়ে,
ফুলগুলি ফুটেছিল আসি ;
কতনা অজানা গান পৃথিবীরে মনে ক'রে দিয়ে
দিনমণি উ'ঠেছিল হাসি।

কত যত্নে, কত স্নেহে, শত দেশ দেশান্তর হ'তে,
হাসি রাশি কুড়াইয়া আনি ;
প্রকৃতি জননী তার সাজাইয়া দিল নিজ হাতে
আদরিনী শ্যামা ধরা খানি।

অহো সন্ধ্যে! একটুকু আসিলনা মমতার লেশ,
হে নিঠুরে, হৃদয়ে তোমার;
এত আশা এত সাধ এত শীঘ্র ক'রে দিলে শেষ,
স্মৃতিটুকু রাখিলেনা তার?

ফুল গেল, পাখী গেল, আলো গেল, ডুবিল তপন,
প্রকৃতি মুদিল আঁখি ভয়ে;
এমনি এমনি কিগো মানবেরো সুখের স্বপন
দুইদণ্ডে যাবে শেষ হয়ে?

বাল্মীকি।

কবিগো, ভারত-কাব্য-নিকুঞ্জের তুমি
বসন্তের পিক;
সঙ্গীত রভসে তব ভাসে বিশ্বভূমি,
হাসে দশদিক্।
তোমার কবিত্বে কত পূত মন্দাকিনী
ভাবের লহর;
বয়ে যায়, কতশত সুধা নির্ঝরিণী
ঝরে ঝর্ ঝর্।
দিগন্ত প্লাবিয়া ছুটে রস সরসের
তরঙ্গ তুফান;

উচ্ছ্বসি হৃদয়ে উঠে কত রকমের
কত শত বাণ।
তুমিই প্রথম কবি, কবিতা-মণির
মালা গাঁথি আনি
সাজাইয়া দিয়াছিলে ভারত-জননীর
চারু অঙ্গখানি।
সেই রাম রঘুপতি অযোধ্যা-ভূষণ
তব কবিতায়;
সেই সীতা পতিপ্রাণা পুণ্যতপোবন
আজো দেখা যায়।
আজিও ভারতবাসী যে শুনে তোমার
মধুর সে গান;
যম ভয় তিরোহিত হ'য়ে যায় তার,
ঘুচে অকল্যাণ।

সাধনা।

মিছে হা হতাশ মিছে দীর্ঘশ্বাস মিছে হৃদয়ের বেদনা;
মিছে এ ধরার শোক-দুঃখ-ভার বুকে ল'য়ে আর কেঁদনা।
উঠ উঠ ভাই, চল চল যাই, ওই দেখ ওই চাহিয়া;
সমুখে তোমার কত কি আশার আলোক ছুটেছে বহিয়া।

কে বলে জীবন নিশার স্বপন কে বলে আশার ছলনা?
এত সুখরাশি ভালবাসাবাসি কার লাগি তবে বলনা।
গিছে নিরাশার মাঝখানে আর বসে বসে এত কেঁদনা;
সুখ যদি চাও, যাও তবে যাও, করগে তাহার সাধনা।

আগুন আগুন !!

আকাশে, বাতাসে, গ্রহ সবিতায়,
সাগরে, ভূধরে, কন্দরমালায়,
মস্তক উপরে, চরণের নীচে,
সম্মুখে পিছনে আগুন নাচিছে
আগুন কোথায় নাই?
সারাটা পৃথিবী কেবলি আগুনে
পুড়িয়া হ'তেছে ছাই!

দারিদ্র্য আগুনে দীনের পরাণ
দহিয়া দহিয়া হ'তেছে শ্মশান,
বাসনা আগুনে জ্বলিছে ধনীরা
এখানে সেখানে আগুনের ক্রীড়া
আগুন কোথায় নয়?
এদিকে সেদিকে কেবলি আগুন,
পৃথিবী আগুনময়।

প্রেমিকের প্রাণে প্রেমের বিরহ,
আগুণ হইয়া জ্বলে অহরহঃ;
অপ্রেমিক তারো নাহিক নিস্তার—
জ্ব'লে পু'ড়ে হয় জীবন অঙ্গার,
আগুণ ছাড়ানা কেউ;
পৃথিবী ভাসায়ে নিশিদিন ভ'বে—
আগুণ খেলিছে ঢেউ।

সাধুর হৃদয়ে জ্বলে অবিরল,
কে বলে শান্তি সে সাধনা-অনল,
অনুশোচনার জ্বলন্ত পাবক
পাপীর হৃদয়ে জ্বলে ধক্ ধক্
আগুণ না আছে কই?
নিশিদিন মোরা কেবলি আগুণে
জ্বলে পুড়ে সারা হই।

স্ববাসে, প্রবাসে, ভবনে, উদ্যানে,
আগুণ জ্বলিছে এখানে সেখানে;
মরিলে আগুণ, বাঁচিলে আগুণ,
দ্বিগুণ হইতে আরও দ্বিগুণ,
আগুণে ছে'য়েছে সব;
পৃথিবী ভরিয়া হ'তেছে কেবলি,
আগুণের মহোৎসব।

সুখ ও দুঃখ।

দয়া করি' যে দিয়েছে সুধাধারা জোছনার ;
মনে রেখো সেই দেছে রজনীর অন্ধকার।
সুখ, শান্তি, ভালবাসা যাঁহার স্নেহের দান,
সেই দিছে দুঃখ, জ্বালা, রোগ, শোক, অকল্যাণ।
ধনীর ভাণ্ডার জুড়ে যে দিয়েছে অগণন,
মহামূল্য ধন রত্ন মণি মুক্তা সিংহাসন,
সেই দেছে দরিদ্রের প্রাণভরা হাহাকার,
দারিদ্র্য যাতনা দুঃখ অশান্তির পারাবার।
মরুভূমি যাঁর সৃষ্টি ধু-ধু বালি ভয়ঙ্কর,
তারি সৃষ্টি পারাবার, তারি সৃষ্টি জলধর।

শ্মশানে শোকের দৃশ্য যে করিছে অভিনয়,
সেই দেছে সুখকর নন্দন আনন্দময়।
যার দত্ত সুখরাশি পে'য়ে এত সুখী হও ;
দুঃখতো তাহারি দান বুক পেতে তাও লও।

নবদ্বীপ।

এই সেই পুণ্যভূমি বাঙ্গলার প্রিয় নবদ্বীপ,
এই সেই শান্তিপুর জেলে দিল ভক্তির প্রদীপ ;

যেথানে গৌরহরি বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন
মহানন্দে বেড়াতেন ভক্তসনে করি' সংকীর্ত্তন।

"শিষ্টের করিতে ত্রাণ অশিষ্টের বিনাশ সাধন,
করি আমি যুগে যুগে অবনীতে জনম গ্রহণ"—
এ মহা প্রতিজ্ঞা পাশে মুক্ত হ'তে ভকতের ঋণে,
পতিতপাবন হরি তরাইতে পাপীতাপী দীনে।

অন্তর্কৃষ্ণ বহির্গৌর একাধারে ভক্ত ভগবান,
সাজিয়ে জগতনাথ জগতের সাধিতে কল্যাণ ;
এইখানে সংকীর্ত্তনে ভক্তিভরা "হরি হরি" রবে,
আপনি আচরি ধর্ম্ম, ধর্ম্ম কর্ম্ম শিখাইল জীবে।

এই সেই পরিচিত রম্যস্থান শ্রীবাস-অঙ্গন,
দিবানিশি যেইখানে থাকিতেন প্রেমেতে মগন,
প্রেমগুরু নিত্যানন্দ প্রেমদাতা প্রেমের ঠাকুর
ভক্তপদধূলিকণা অঙ্গে মাখি, প্রেমেতে বিভোর।

প্রতি ধূলিরেণু সনে মিশে আছে নবদ্বীপ তোর,
তাঁর পুণ্য পদরেণু ; স্মৃতির সে দৃঢ়ছেদ্য ডোর ;
আছে বাঁধা তৃণলতা উপবন কুসুমের সনে,
অন্তিমে এ পাপ দেহ মিশে যে'তে দিবে কি এখানে ?

সুরধুনী, ত্রিপথগা, পুণ্যতোয়া অয়ি ভাগিরথি,
করিয়াছে জলকেলি তব অঙ্কে এ'সে নিতি নিতি,
প্রাণের গৌরহরি ; সে অঙ্কে কি অন্তিমে আমায়
একটুকু দিবে স্থান সুশীতল শান্তি-বিছানায় ?

অমরত্ব।

পদ্মপত্রে টল্‌টল্‌ জলের মতন,
টল্‌ টল্‌ ছল্‌ ছল্‌ এই ;
অসার আশার মিছে মানব-জীবন
এই আছে এই আর নেই।

সমুখের হাসি রাশি পিছন হইতে
ঢে'কে ফেলে অশ্রু আবরণ ;
জীবন স্বপন হায় ! দেখিতে দেখিতে
ভে'ঙ্গে দেয় নিষ্ঠুর মরণ।

মহান কর্ত্তব্য-অঙ্কে কর্ম্মের অধ্যায়
না হইতে শেষ অভিনয় ;
প'ড়ে যায় যবনিকা, ভীষণ ছায়ায়
আলোকেরে গ্রাস করি' লয়।

ভালমন্দ সুখ দুঃখ নশ্বর ধরায়
দুই দিনে সকলি ফুরায় ;
সুকৃতি সাধনাটুকু শুধু আপনার
চিরকাল বিরাজে ধরায়।

কবির-সাধনা।

গ্রাম হতে বহুদূরে বিরচিয়া নির্জ্জন কুটীর,
কি স্বপ্নে কাটাও কাল, হে আমার ধ্যানরত বীর ?
বিষয়-বিরাগী সুখ-ভোগ-তেয়াগী ধারার,
কি সুখে কি ভাবনায় কাটাইছ দিবস তোমার ?

মুখে নাই শব্দ মাত্র, দৃকপাত নাহি কারো প্রতি,
একমনে একপ্রাণে ভাবিতেছ শুধু দিবা-রাতি ;
জগতের সুখস্পৃহা আশাভায়া কিছু যেন নাই,
হে কবি, হে ভক্তবর, বল দেখি আজ কারে চাই ?

সাধনা-সাগর-জলে ডুবে আছ নিশিদিন মনে
দেবারাধ্য কোন্ সেই মহারত্ন করিতে সন্ধান ?
বসে বসে আপনার ধারণার তরঙ্গিনী-তটে
কার সেই ছবিখানি আঁকিতেছ চিত্ত-চিত্রপটে ?

ভাষার বাঁধনে কারে বেঁধে এনে বন্দীর মতন,
হৃদয়-মন্দির-দ্বারে চাও তুমি করিতে স্থাপন ?

ধূলিকণা।

ওগো আমি এতটুকু ক্ষুদ্র ধূলিকণা,
পড়ে আছি জগতের পায়ের তলায় ;
"পৃথিবীতে বড় হব" নাহি যে বাসনা,
ছোট আছি, ছোট থেকে দিন যেন যায়।

জগতে আমারে সবে করে অবহেলা,
করুক,—আমি তো কারো চাহিনা যতন ;
অযতনে অবজ্ঞায় কে'টে যায় বেলা,
যাক, তার লাগি আমি ভাবিনা কখন।

যে পদ্ম পরশসুখ লাভের আশায়,
হীন ভাবে প'ড়ে আছি ; জগতে কি আছে
তাহার মতন কোন সুখ ? তুলনায়
সহস্র সাম্রাজ্য-পদ তুচ্ছ তার কাছে।

দেখি যদি ভাগ্য বশে হয় কোনো দিন
এমন সুদিন মোর, পরশি' তাহার
সেই পদ্ম পা দুখানি তুচ্ছ দীনহীন
ধূলিকণা হয়ে যাব কণিকা সোনার।

কত পাপী শিরে ধ'রে পাবে পরিত্রাণ
জুড়াইবে কতশত তাপিতের প্রাণ।

ভাগীরথী।

ভাগিরথী, পুণ্যতোয়া প্রবাহিনী আব,
কি মুখে আজিও তুমি গাহিছ এমন
মধুব সঙ্গীত? ওগো আজিও তোমার
কেন কেন হেরি এত পুলকিত মন?
নবদ্বীপে আজিও কি আছে সেই চাঁদ
যার চাঁদ-মুখখানি দর্শন আশায়,
দিবা নাই নিশি নাই নাই অবসাদ
চলিয়াছ অবিরাম;
আজো নদী যায়
আছে কিসে মধুচক্র মধু ভরপুর,
শান্তিপুর আজিও কি আছে শান্তিপুর?

পাদ-পদ্ম-মধু-লোভী মত্ত মধুকর
করিতে করা'তে জীবে নাম সুধাপান;
আজিও কি ঘরে ঘরে প্রিয় গদাধর
নিত্যানন্দ সনে সদা নাচিয়া বেড়ান?

কাঞ্চন-বরণ-তনু হেরিয়া গোরার ;
আজিও কি অন্ধ চায় মেলিয়া নয়ান ?
বোবায় কি কথা কয় শুনি' একবার,
ভক্ত-মুখে সুধামাখা হরিনাম গান ?
আজিও কি আসে বাণ প্রেম দরিযায়
কলসী কলসী ঢা'লে, তবু না ফুরায় ?

বোধন।

আজি —মন জুড়ায়ে, প্রাণ জুড়ায়ে,
নিশি দিশি সকল ভুবন মাঝে ;
পাখীর গানে, বায়ুর তানে,
বিশ্বমাতার আশার বাণী বাজে।

আয়রে পাপী, আয়রে তাপী,
দীন-দরিদ্র, আয়রে তোরা সবে';
এবার আমার মায়ের বোধন,
মায়ের পূজা তোদের ঘরেই হবে।

বুক ভরা প্রেম, নৈবেদ্য আর
শ্রদ্ধা-চন্দন ভক্তি-কুসুম আনি'
সাজারে ভাই, সাজা এবার
দশভুজার পূজার ডালাখানি।

প্রেম-নদীতে ডুবুদে' উঠি
গলে দে' ওই মায়ের নামের মালা ;
সাত্ত্বিকতার বাতাস দিয়ে,
জ্বালারে ভাই প্রাণের প্রদীপ জ্বালা।

মায়ের পদে মন না দিয়ে,
যারা আপন ধনের গর্ব্বে মরে ;
তাদের পূজা হবে না ভাই,
মা যে আমার যাবেনা সেই ঘরে !

দীন-তারিণী জননী মোর
দীনহীনেই ভালবাসেন বেশী ;
ধনের নারে মনের পূজা
এবার আমার নিবেন এলোকেশী।

ধন রত্ন আর মাণিক থোলা
জহর মতি চান না কভু তিনি ;
মা যে আমার স্নেহের ছবি,
মা যে আমার ভক্তি-কাঙ্গালিনী।

তাই বলেদি, আয়রে দুঃখী
দীন দরিদ্র আয়রে তোরা সবে ;
এবার আমার মায়ের বোধন,
মায়ের পূজা তোদের ঘরেই হবে।

অদূর অতীত।

এই তো সেদিনো যেন, পরাণ ভরিয়া মোর
বয়েছে কি অমৃতের ধারা ;
এই তো সেদিনো যেন, ছিনু কোন স্বরগের
আনন্দের কোলে আত্মহারা।

সেদিনো ধূলার ঘরে, উলঙ্গ উদাস প্রাণে.
যোগমগ্ন সাধকের মত ;
ধূলা কাঁদা মাখা দেহে, ছিনু এক অমৃতের,
স্বপ্নময় সাধনায় রত।

সংসার-বিরাগী চিত্ত, কামিনী কাঞ্চন পানে
ধায় নাই মুহূর্ত্তের তরে ;
দরিদ্র-তনয় তবু, সম্রাটের অনুভূতি
লভিয়াছি জননীর ক্রোড়ে।

জগতে মায়েরে ছাড়া জানি নাই কিছু আর
ত্রিভুবন ছিল মাতৃময় ;
বুকভরা মার ছবি মুখভরা মা'র নাম
মা মা-বুলি সকল সময়।

কেমনে ভাঙ্গিয়া গেল সুখের স্বপন সেই,
দুইদিনে হায়রে সংসার!
আনন্দ নন্দন মোর হ'য়েছে শ্মশান-ভূমি
জ্বালাময় কটাক্ষে তোমার।

কেন?

চাঁদ কেন উঠে, আর ফুল কেন ফুটে?
পাখী কেন গান গায় সুমধুর তানে?
রবি কেন আলো দেয়, বায়ু কেন ছুটে,
নদী কেন ব'য়ে যায় সাগরের পানে?

সুখে কেন হাসি ফুটে, দুঃখে অশ্রু বয়;
দিবসে আলোক কেন, নিশায় আঁধার?
সম্পদে সাহস কেন, বিপদেতে ভয়,
তুলা কেন লঘু, আর সীসা কেন ভার?

মেঘ দে'খে ময়ূরের কেন নাচে প্রাণ?
চকোর চাঁদের সুধা বিনে নাহি খায়;
থাকিতে অনন্ত বিশ্ব বিরামের স্থান,
মীন কেন ডুবে থাকে সাগর তলায়?

চির কাল সর্ব্বনাশা এ"কেন" র কাছে,
বিজ্ঞান লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়াছে।

নীরব মাধুরী।

কি মাধুরী নীরবতা নিশিদিন বিরাজে তোমার
সহাস্য কমল আস্যে; কোন্ মন্ত্রে মুগ্ধ বসুধার
করিয়াছ সকলেরে? প্রচারিত কি মহা বারতা
করিছে তোমার এই বিস্ময় স্তব্ধ নীরবতা?

নীরবে নীরবে ধীরে চ'লে যায় মুহূর্ত্ত প্রহর,
মাস হ'তে নিরিবিলি খ'সে যায় দিনের লহর;
ফুল ফুটে, বায়ু ধায়, মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় নিশিদিন
আকাশ ধরার পানে চেয়ে থাকে পলকবিহীন।

উষার নীরব হাসি ধীরে ধীরে মাখাইয়া যায়,
উজল সোনালী আভা সদ্য স্নাতা ধরিত্রীর গায়;
নীরবে সহস্র কর যোড় করি' সায়াহ্নে তপন,
করে যায় পৃথিবীরে বিদায়ের শেষ সম্ভাষণ।

চরাচর স্তব্ধ মৌণ একি এক নিরক্ষর ভাষ,
করিছে তোমার নিত্য নীরবতা মহিমা প্রকাশ?

উচ্চ ও তুচ্ছ।

ক্ষুদ্র তুচ্ছ ধূলি রেণু হতে, উচ্চশৃঙ্গ বিশাল ভূধর ;
বিন্দু বিন্দু সলিলের কণা গ'ড়ে তোলে সিন্ধুর লহর।

সামান্য অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ হতে জ্বলে উঠে বিশ্ব বিদাহক,
নভঃস্পর্শী অনলের শিখা রুদ্র তেজে ধক্ ধক্ ধক্।

শূন্য বদ্ধ কোরক মাঝেই লুক্কায়িত পুষ্প অনুপম ;
ক্ষুদ্র তুচ্ছ হয় হক, তবু শুক্তিতেই মুক্তার জনম।

ছোটটীও হ'তে পারে হয় ক্রমে বড় তিলতিল করি' ;
পথে পড়া কাঙ্গালের মেয়ে নূরজাঁহা রাজরাজেশ্বরী।

গুণের আদর।

খনির তিমিরে ঢাকা থাকে ব'লে কোনদিন
মণিরে করেনা কেহ অবহেলা অনাদর ;
হকনা সে কদাচারী ভিক্ষাজীবী দীনহীন,
হক্না শ্মশানবাসী-শিব তবু বিশ্বেশ্বর।

কণ্টক জড়িত তনু তথাপি গোলপ ফুল,
সুগন্ধে সবার মন জোরি করি কে'ড়ে লয় ;
কলঙ্কী-শশাঙ্ক তবু স্নিগ্ধতায় অনুকূল
হ'য়ে তারে সকলেই বলে থাকে সুধাময়।

কুরূপ কুৎসিত তবু আপনার আচরণে
কোকিল নিখিল প্রিয়, সবে তার গুণ গায়;
যখন যেভাবে থাকে যেখানে যাহার সনে,
গুণীর আদর ভবে কভু নাহি হ্রাস পায়।

মানুষ।

মুখ ভার ক'রে বসিয়ে কেনরে
আকাশ পাতাল ভাবিছ ছাই,
ধন জন আর ঐশ্বর্য্য তোমার,
নাইকি কিছুই? নাআছে নাই।

তার লাগি এত কিসের ভাবনা,
ধনজন থাকে ক'দিন কার?
বিভব বিষয়, কিছু কিছু নয়,
কর্ম্মই জগতে সবার সার।

ধর্ম্মে কর্ম্মে মন করি সমর্পণ,
জীবনের পথ খুঁজিয়া লও;
বাসনা কামনা যাতনা ভুলিয়া,
মানুষের মত মানুষ হও।

জীবন যাঁহার জীবের লাগিয়া,
পরাণ পরের কারণে রয়;
রসনা যাঁহার সত্যের মাধুরী
বিলায় কেবলি ভুবনময়।

দিবস রজনী জানেনা যেজন
প্রেমের সাধন ভজন বই;
ধনে জনে তার কি কাজ আবার?
সেধনে এধনে তুলনা কই?

পরের লাগিয়া আত্মবলি দিয়া,
নিয়ত করিয়া পরোপকার;
মানুষের মত যেহয় মানুষ,
দেবতা লুটায় চরণে তাঁর।

আমার জন্মভূমি।

কুসুমের হাস মলয় সুবাস চাঁদের জোছনা ভরা,
চিত্ত লোভনা স্বরগ সুষমা কবির কল্পনা গড়া,
মায়ের মতন মমতা যতন স্নেহ দয়াময়ী তুমি,
শস্য-শ্যামলা কুসুম-কুন্তলা আমার জনম-ভূমি।

জন্মিতে অমনি জননীর মত দুবাহু পসারি, এসে,
চির সুশীতল বক্ষে তোমার তুলিয়া নিয়েছ হে'সে।
নিজের সকল উজারি করেছ আমারে শকতি দান ;
মাগোমা তোমারি বুকের রক্তে গঠিত আমার প্রাণ।

শিশির রূপেতে তব আঁখি হতে মুকুতা পড়িছে ঝড়ি,
কত রত্ন তব ধূলি কণিকায় যাইতেছে গড়াগড়ি।
প্রতি দেশে দেশে হে'সে হে'সে হে'সে দেবের আশিস্ পারা
পূত মন্দাকিনী বিলায় আপনি স্বচ্ছ সলিল-ধারা।

হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছে ছুটায়ে প্রেমের প্রস্রবণ ;
ঘরে ঘরে করি রেখেছ তীর্থ প্রীতির বৃন্দাবন।
কতনা গুপ্ত গোমুখীর ধারা বহিছে চরণ চুমি ;
স্বর্গ হতেও শ্রেষ্ঠ তুমিগো আমার জনমভূমি।

তোমারই প্রতি মন্দিরে মন্দিরে রাত্রিদিবস মাঝে ;
বিবাজে হরিব মোহন মূরতি মধুর বাঁশরী বাজে।
মাঠে মাঠে তব গোধন চড়ায় প্রাণের গোপাল-ধন ;
ঘরে ঘরে তব যশোদা জননী গ্রামে গ্রামে কুঞ্জবন।

নাই নাই আর জগতে তোমার তুলনা কোথাও নাই ;
তবস্নেহে প্রাণ সেবায় শরীর তুমি মাতা তুমি ধাই।
জগতের শত সম্পদ হইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ তুমি ;
শস্য-শ্যামলা কুসুম-কুন্তলা আমার জনমভূমি।

কি ফল বাঁচিয়া।

পর উপকারে তুচ্ছ এ পরাণ,
না যদি পার গো করিতে প্রদান,
নিজে দুখ নিয়ে, পরে সুখ দিয়ে,
না পার বিলাতে যাচিয়া ;
পর সুখ দেখি, চিত্ত যদি নাকি
আনন্দে না উঠে নাচিয়া—

প্রাণ হতে যদি আবিলতা মাখা,
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মসি-রেখা,
নীচ স্বার্থ আর, মিছে অহঙ্কার,
না পার ফেলিতে মুছিয়া ;
তাহা হ'লে ভবে, বলতো কি হবে
মড়ার মতন বাঁচিয়া ?

মহাকবি কালিদাস।

কবি গো, এভারতের অতীতের বক্ষ আলোকিয়া,
জন্মেছিলে কবে তুমি ? কোন্ তীর্থে নিভৃতে বসিয়া
এক মনে এক প্রাণে 'বাণী'-মন্ত্র করেছিলে ধ্যান ;
শত দৈন্য দুঃখ জ্বালা রোগে শোকে করি ; তুচ্ছ জ্ঞান ?

তারপর কোন দিন হে ধীমান সাবক আবার,
উদ্বোধিতা বীণাপাণি তপে তুষ্ট হইয়া তোমার ;
বরষিল শিরে তব নন্দনের আশিস-কুসুম,
ভাঙাইয়া ভারতের জগতের জড়তার ঘুম।

ভু'লে গেছি সেই সব অতীতের সহস্র কাহিনী,
অতীতে মিশিয়ে গেছে ; আজো তবু কেহই ভুলিনি
তোমারে ; হে মহাকবি, তব পুণ্য বীণার ঝঙ্কার ;
ধীরে ধীরে হৃদয়ের তরে সুরে দিতেছে টঙ্কার।

যে গান গাহিয়াছিলে, হে গায়ক, ভারত আসরে,
সেই গান সে রাগিণী চিবকাল বাজিবে সংসারে।
আর যার প্রাণ আছে, ভালবাসা আছে এ হিয়ায,
প্রাণের দেবতা জ্ঞানে চিরদিন পূজিবে তোমায়।

মা।

মূর্ত্তিমতী করুণার ছবি খানি মা আমার,
মা আমার ক্লান্তিহরা শান্তির আধার ;
নিঃস্বার্থ দয়ায় ভরা, স্নেহ মমতায় গড়া,
সুবিমল নির্ঝরিণী স্বরগ সুধার।

পোষা পাখীটির মত, নিশিদিন অবিরত
স্নেহের অঞ্চলে ঢে'কে রে'খেছে আমায় ;
আহা তাঁর মুখখানি, দেখিলেও কত জানি,
সুখ-সান্ত্বনার স্রোতে প্রাণ ভে'সে যায়।

চিরসুখ মোক্ষ-ধাম শুনেছি স্বর্গের নাম,
কিন্তু হায়! দেখিনিরে স্ববগ কোথায় ;
ছাড়িয়া মায়ের বুক কে চাহে স্বর্গের সুখ ?
শত স্বর্গ লুঠে মা'র চরণ তলায়।

সুধা ধারা নির্ঝরিণী কোথা আর প্রবাহিনী,
মায়ের হৃদয়ে খেলে মন্দাকিনী ঢেউ,
যার প্রাণ ভরা অই, সুধা-সিন্ধু থই থই
মরতে অমৃতলীলা দেখেনারে কেউ।

প্রকৃত লক্ষণ।

সম্পদে যাঁহার না আসে গর্ব্ব, বিপদে যে রহে স্থির ;
ঐশ্বর্য্য যাহার মাৎসর্য্য বিনাশে, সে বটে প্রকৃত বীর।

সেই সে বিজয়ী, করিতে যে পারে আপন আত্মারে জয় ;
নির্ভয় সেজন, যে চলে সতত পাপেরে করিয়া ভয়।

জ্ঞানী-সে যাঁহার আছে আপনার বিদিত আত্মজ্ঞান ;
ভকতি ধনে যে ধনী, এ জগতে সে বটে ভাগ্যবান।

পুরস্কার ও তিরস্কার।

পুরস্কার করে বটে হৃদয়েতে পুষ্প বরষণ,
কিন্তু তাহে অহঙ্কার অলসতা থাকে লুক্কায়িত ;
তিরস্কার হল সম চিত্তভূমি করে করষণ,
ভবিষ্য সুখের বীজ তাই তাহে হয় অঙ্কুরিত।

অনল ও অনিল।

পরের যৌবন. লুঠি স্বার্থপর যযাতির মত,
অনল নিবিয়া যায় ক্ষণেকের পর ;
পরার্থে জীবন দিয়ে দধীচির মত অবিরত
অনিল বিরাজে বিশ্বে অজর অমর।

দাতা ও কৃপণ।

নদী যে করিল এত জল দান পরের কারণে, তায়
সলিল তাহার শুকা'য়ে গিয়াছে কই ?
আপনার তরে কৃপণ হইয়া শুধু যে জমালে হায়,
তড়াগ তবু সে, শুক্‌না পড়িয়া অই।

বহির্দৃষ্টি।

মণি বিভূষিত হেরি, ফণিশির করে পরশন
যে মূর্খ, তাহার ভাগ্যে অনিবার্য্য অহির দংশন।
আর যে সুন্দর দেখি, অনলেতে হাতটী বাড়ায় ;
নিশ্চয় নিশ্চয় তারে দগ্ধ হ'তে হয় যাতনায়।

পরোপকার।

আপনি আঁধারে থেকে, দীপ করে অপরেরে
আলোক প্রদান ;
আপনি অনলে পুড়ি, সোহাগা সোনার দেহ
করে জ্যোতিষ্মান।

দারুণ বড়বানল বহিয়া আপন বুকে
অপরের তরে ;
সিন্ধু কত ধন-রত্ন মুকুতা মাণিকরাজি
রাখে বুকে ক'রে।

চপলা চমকে জ্বলি, জলদ ধরার দেহ
করে সুশীতল ;
শত দুঃখ হ'ক তবু সাধু চিত্ত চাহে নিত্য
পরের মঙ্গল।

যশঃ ও সৌরভ।

কুসুম শুকায় যদি ফুটিয়া অমনি
ভাল ক'রে দুটী দিন যেতে নাহি যেতে ;
সৌরভ সুগন্ধতার অনন্ত ধরণী
দুই হাতে আগুলিয়া রাখে কোল পেতে।

অল্পকাল বেঁচে যদি কোন কীর্ত্তিমান
মহান পুরুষ লভে চির অবকাশ ;
তবু তাঁর যশঃ আর গৌরবের গান
সোনার অক্ষরে লিখে রাখে ইতিহাস।

অন্তরের টান।

সহস্র যোজন পথ দূরে থে'কে তপন তাহার
প্রিয়তমা কমলারে করে স্নেহ কর পরশন ;
বহুদূর হক-তবু প্রতিদিন সিন্ধু একবার
উছলি, জোয়ার ছলে অটিনীরে দেয় আলিঙ্গন।

সেই কোথা শশধর দূরতর আকাশের গায়
থাকিয়া, সরসী-জলে কুমুদেরে করে সুধাদান ;
দূরত্ব করেনা কিছু, বাধা বিঘ্ন সকলি ফুরায়,
থাকে যদি ভালবাসা, থাকে যদি অন্তরের টান।

গয়াসুর।

দৈত্য হ'য়ে করেছ যে স্বার্থ ত্যাগ ওহে ত্যাগবীর,
কয়জন দেবতা তা পারে'?
পরার্থে অনেকে দেয় ধনজন যৌবন শরীর,
স্বর্গ কবে কে দিয়েছে কাবে ?

দধীচি আপন প্রাণ দিয়েছিল দেবতার তরে;
স্বার্থহীন নহে সেই দান ;
অন্তিমে অনন্ত স্বর্গ, ধর্ম্ম যশঃ মানব গোচরে
ছিল তাঁর অন্তরে লুকান।

সাধনা অর্জ্জিত স্বর্গ পরমুখ পর ভোগে দিয়ে,
বাসনার করি, অবসান ;
অষ্টাপদ পায়ে ঠেলি, ইষ্টপদ বুকে করি, নিয়ে
তুমি বীর হয়েছ পাষাণ।

শরতের মেঘ।

আশ্বিন মাসের বেলা অবসানে মুক্ত আকাশ-তলে ;
কবিতা লিখিতে বসেছেন কবি ভারীই কুতূহলে।
দেখিতে দেখিতে সহসা তখন দারুণ ঝঞ্ঝাবেগ,
ছুটিয়া আসিয়া আকাশ ছাইয়া করিয়া বসিল মেঘ।

নিবিল সহসা জোছনা কিরণ আঁধারে ঢাকিল চাঁদ,
ভ্রূকুটী করিয়া উঠিলেন কবি গণিয়া পরমাদ—
"সারাটা বর্ষা সলিল ঢালিয়া পূর্ণ হলোনা আশ ;
এখনো আবার বর্ষণ ছলে কি করিছ পরিহাস ?"

চপলা চমকে ঈষৎ হাসিয়া জলদ বলিল "হায়
কবিতার মদে মত্ত হয়ে কি ভুলে গেছ দুনিয়ায় ?
শস্যের উপর এখন খানিক বর্ষণ না যদি করি,
ধরা কি তাহলে বাঁচিবে কেবল তোমার কবিতা পড়ি ?"

উদাসীন ।

আপন ভাবে আপনি ভে'বে
আপন মনে আপন প্রাণে ;
তুই কেনরে এমন করে
চে'য়ে থাকিস আকাশ পানে ?

উঠলে শশী ফুটলে তারা
তুই কেনরে এমন ধারা
আপন ভোলা পাগল পারা
চেয়ে থাকিস তাদের পানে ?

গাছের ডালে ডাকলে পাখী,
তোর কেনরে ঝরে আঁখি ?
বইলে অনিল থাকি থাকি,
বলতে কি যাস কানে কানে ?

ফুল বাগানে ফুটলে কলি,
তুই কেনরে আপন ভুলি,
কর্‌তে আসিস্‌ বলাবলি
হাজার কথা সঙ্গোপনে ?

ঘুমের ঘোরে চমকি উঠে,
তুই কেনরে আসিস্‌ ছুটে
জোছনা মাখা নদীর তটে
শ্মশান ঘাটের সন্নিধানে ?

বইলে মৃদু দখিন হাওয়া,
তোর কেনরে রান্না খাওয়া
ভুল হয়ে যায় শোয়া নাওয়া
মত্ত হয়ে উঠিস্ গানে!

মনের কোণে বনের ধারে
এমন করে খুঁজিস্ কারে?
বল্‌তো দেখি কখন তারে
দেখেছিস্ কি কোনখানে?

বর্ষ-মঙ্গল।

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে কি আনন্দ আশার বারতা,
বিলাইতে আজ তুমি আসিয়াছ হে বর্ষ-দেবতা?
শোকে দুঃখে ম্রিয়মান, বাঙ্গালীর ভাঙা প্রাণ,
কি আশ্বাসে মাতিয়াছে ভু'লে দুঃখ ফে'লে আবিলতা?
নববর্ষ, আনিয়াছ বল আজ কি শুভ বারতা?

মৃত প্রাণে নব আশা নব শক্তি করিয়া সঞ্চার;
বাঙ্গালী মানুষ হ'য়ে উঠিবেকি জাগিয়া আবার?
বিশ্বজয়ী প্রেম প্রীতি, শক্তি সাধনার গীতি,
বাঙ্গালীর হৃদি যন্ত্রে আবার কি দিবেরে ঝঙ্কার,
বাঙ্গার ঘরে ঘরে উঠিবেকি নামের ওঙ্কার?

ফিরে কি আসিবে পুনঃ বাঙ্গালীর সেই শুভক্ষণ ?
বাঙ্গালার প্রতি পল্লী হইবেকি প্রীতি-নিকেতন ?
পে'য়ে শুভ আশীর্ব্বাদ, ভু'লে বাদ বিসংবাদ,
একসূত্রে একমন্ত্রে বদ্ধ হবে বঙ্গবাসীগণ ?
বর্ষদেব, বাঙ্গালার আসিবেকি সেই শুভক্ষণ ?

আত্ম-হারা।

আজি— সান্ধ্যগগনে মধুর লগনে
কাহার বাঁশীটি বাজিছে ;
ভুলোক দ্যুলোকি আলোক পুলকে
কাহার হাসিটী বাজিছে ?
বনে বনে নাকি মনে মনে মনে
ছুটছে সুরের লহরী ;
সুখে নাকি দুঃখে হৃদয় আজিকে
কেবলি উঠিছে 'শিহরি'।

আজি - ফুলে ফুলে ধরা, হয়েছে বিভোরা,
কূলে কূলে ভরা তটিনী ;
বাতাসের গানে, পাপীয়ার তানে,
মজেছে সারটী অবনী।

সরসীর তীরে, ভ্রমর ঝঙ্কারে,
উঠেছে মধুর গুঞ্জরণ ;
চমক চকিতে পারিনা বুঝিতে,
কুটীর নাকি এ কুঞ্জবন।

আজি — প্রাণে প্রাণে শুধু কণাকাণি
মন জানা জানি হতেছে ;
কে জানি তাহার প্রেমের ফাঁসিটি
ভুবন ভরিয়া পেতেছে।
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম-বিনিময়
হৃদয় চোরার অন্বেষণ ;
ঘরে ঘরে শুধু ভালবাসাবাসি
বিশ্ব নাকি এ বৃন্দাবন ?

আজি— সাগরে ভূধরে কন্দরমালায়
গ্রহ তারকায় তপনে ;
দেখিছি কাহার মধুর ছবিটি
সত্য নাকি এ স্বপনে ?
আলো না আঁধারে রহিয়াছি আমি
ভূলোক নাকি এ দ্যুলোকে ?
ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝরিছে নয়ন
জানিনা দুঃখে কি পুলকে।

জ্ঞান।

ভেদ করি' অজ্ঞতার কুহেলি-তিমির,
জ্ঞান-রবিকর যবে উঠে ঝলসিয়া ;
জীবন হাসিয়া উঠে, শান্তির সমীর
হৃদয়-আকাশ জু'ড়ে বেড়ায় ভাসিয়া।

মায়া-মোহ-অলসতা চিরকাল তরে,
পালায় প্রমাদ গণি' দূর পরদেশে ;
স্তম্ভিত রিপুদলে কাঁপে থরথরে,
পাপ তাপ দূরে যায় সবমে সরো'ষে।

অহঙ্কার ছে'ড়ে দেয় বৃথা আস্ফালন,
গৌরব রৌরবে গিয়ে নিমজ্জিত হয় ;
বাসনা-কামনা জ্বালা থাকে কতক্ষণ ?
আমিত্ব সগর্ব্বে গায় তুমিত্বের জয়।

আত্ম-প্রকাশ।

কতভাবে কতরূপে দেখায়েছ স্বরূপ তোমার ;
হে অনন্ত, ঘুচে নাই তবু এই প্রাণের আঁধার।
ভাই হ'য়ে বন্ধু হ'য়ে করিয়াছ প্রীতি-সম্ভাষণ
জনক জননী হয়ে শিশুকালে করেছ শাসন।

তারপর গুরুরূপে অন্ধকারে দেখা'য়েছ পথ,
করেছ দেবতারূপে অভাগার তৃপ্ত মনোরথ ।
শত্রু হয়ে করিয়াছ কতইনা শত্রুতা সাধন ;
মিত্র হয়ে সমদুঃখে সহিয়াছ নীরব বেদন ।

দস্যু হয়ে ধন নিয়ে সর্ব্ব গর্ব্ব নেশেছ আমার,
দারিদ্র্য রূপেতে এ'সে কেড়ে নেছ বৃথা অহঙ্কার ।
ভৃত্যরূপে নিয়োজিয়া অলসতা করায়েছ ত্যাগ ,
প্রভু হয়ে প্রাণ হতে মুছায়েছ বাসনার দাগ ।

এইরূপে কতভাবে দেখা'য়েছ স্বরূপ তোমার ;
দেখিনি বুঝিনি তবু ঘুচে নাই প্রাণের আঁধার ।

স্বাগত ।

তৃণ হ'তে নীচ, তরু হ'তে ধীর,
কুসুম হইতে কোমল প্রাণ ;
বজ্র হতে আরো কঠোর শরীর
হইতে করিয়া আদেশ দান ।

মহা সংযমের অসির আঘাতে,
শত্রুদলের দলিয়া শির ;
যেদিন প্রথম জীবন-প্রভাতে,
এলে হে বিশ্বজয়ী বীর ।

সে দিন হইতে সভয়ে সরমে
মরম-মর্ম্মর-মন্দির মাঝ ;
পেতেছি তোমার রাজ-সিংহাসন
স্বাগত হে মহা রাজাধিরাজ।

আঁধারে।

াবের কীট, জীবন ভরিয়া আঁধারেই আছি বেশ,
ধারের মাঝে বাঁধিয়াছি ঘর, চাহিনা আলোক লেশ।
শান্তি আর সম্পদ ধরার তুমিই লইয়া থাক,
য় বিভব আমার লাগিয়া এখানে আনিও নাক।

াস্তি যাতনা বিষাদ বেদনা—এইতো আমার ভাল ;
খের আঁধারে কেন মিছামিছি সুখের প্রদীপ জ্বাল ?
ন্তির লাগিয়া অশান্তিরে আমি বুকে ক'রে নিয়ে আছি ;
খ যে আমারে সুখ এ'নে দেয়, মরিলে যে আমি বাঁচি।

মরণ-সঙ্গীত।

আমিত্বের মহাঘটা স্বামিত্ব গৌরব,
দর্প অহঙ্কার ;
জীবন-যৌবন গর্ব্ব বিষয় বৈভব
প্রভুত্ব বিস্তার।

অসম্য বাসনা বহ্নি ধক্ ধক্ ধক্,
কামনা দহন ;
পরস্বে গৃধিনীদৃষ্টি বিশ্ববিনাশক
বৃথা আস্ফালন।

মিছে দ্বন্দ্ব কোলাহল আপনারে ল'য়ে
নিত্য অকারণ ;
একটী কথায় সব যাবে শেষ হয়ে,
মরণ ! মরণ !!

মানব-জীবন।

মানব-জীবন মিছে কিলাগি লভিলি হায় !
মানবের মত তুই কি করিলি এ ধরায় ?
আপনার সুখ শান্তি স্বার্থসিদ্ধি আপনার—
সেতো পশুরাও চাহে, মানবত্বে তবে আর

কি রহিল বিশেষত্ব কি রহিল বেশী কম;
মানব-জীবন ল'য়ে কি করলি পশুধম?

কয়জন তাপিতের মুছালি আঁখির জল,
কয়জন ব্যথিতের প্রাণে দিলি নববল ?
মনে ক'রে বল দেখি কখন কভু কি ভু'লে
দু'জন দুঃখীর পানে চে'য়েছিস্ মুখ তুলে ?

বিনিময়।

আমারে বাসিস্ ভাল কেন তোরা মিছামিছি ?
ভালবাসিবার মত আমি কি সে আমি আছি ?
সেই হাসি সেই গান, সেই সুধামাখা প্রাণ,
হৃদয়ের প্রেম প্রীতি সবতোরে হারায়েছি,
আমারে বাসিস্ ভাল কেন তবে মিছামিছি ?

অনর্থক তোরা ভাই, কেন আর নিশিদিন
আসিস্ আমার কাছে ? আমি যেরে দীনহীন—
অধম ভিখারী বেশে, ঘুরিতেছি দেশে দেশে,
হৃদয়ের সব আশা হৃদয়ে হ'য়েছে লীন ;
সে দিনের আমি আজ হইয়াছি দীনহীন।

তোদের সে প্রণয়ের প্রতিদান আজি ভাই,
কি দিয়ে দিবরে আমি এমন কিছুতো নাই।
ভোগাইতে কর্ম্মফল,   বিধি মোরে নিঃসম্বল
করিয়াছে, আঁখিজল দুই ফোটা আছে তাই,
ভালবাসা বিনিময়ে তোরা কিরে নিবি ভাই ?

অনাদর, অবহেলা, দুঃখক্লেশ জগতের,
জড় করি' এই দেখ, বসে আছি জীবনের
সঙ্কময় পরপার,   কই কোথা কর্ণধার,
এখনো কি কর্ম্মপাশ ছিঁড়ে নাই অধমের,—
তোরা কিরে পাশমুক্ত করে দিবি জীবনের ?

আযরে পারিস যদি আয় কাছে আয় ভাই,
ডে'কে আন কর্ণধারে সে দেশে চলিয়া যাই।
পাব যদি তারপরে,   ভালবেসে প্রাণ ভ'রে,
তোদের এ প্রণয়ের প্রতিদান দিব ভাই ;
মিছামিছি আজ আর ভালবেসে কাজ নাই।

কৃষ্ণশূন্য-বৃন্দাবন।

"ছিন্ন ভিন্ন কুঞ্জবন, কৃষ্ণশূন্য-বৃন্দাবন"
একি নিদারুণ কথা বল ইতিহাস ?
পাতায় পাতায় লেখা, একি কথা বিষ-মাখা ?
কৃষ্ণশূন্য-বৃন্দাবন—হয়না বিশ্বাস।

যশোদার আঙিনায়, এখনেও শুনা যায়
নূপুরের রুণুঝুনু ধ্বনি সুমধুর ;
আধা আধা রাধা নাম গান করি' অবিরাম,
এখনো কালার বাঁশী তুলিয়াছে সুর।

প্রেমোন্মত্ত গোপীকার প্রাণের প্রেমের ধার,
এখনো পারেনি শোধ করিতে কানাই ;
এখনো রাখাল সনে বৃন্দাবনে বনে বনে,
বেণু রবে ধেনু হরি চড়াইছে তাই।

এখনও কুঞ্জে কুঞ্জে, ফুলে ফুলে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পাতা আছে সাধকের সাধনার ফাঁদ ;
যত দিন বৃন্দাবন, তত দিন অনুক্ষণ,
বৃন্দাবনে রবে হরি বৃন্দাবন-চাঁদ।

পল্লীরাণী।

নিত্য নতুন পুষ্পে ভরা সোনায় গড়া অঙ্গখানি ;
প্রকৃতি মা'র সোনার মেয়ে তুই গো আমার পল্লীরাণী।
নিসর্গ তার আপন হাতে
সাজায় তোরে দিনেরেতে,
বাজায় বাঁশী আঙ্গিনাতে
আপন মনে বঙ্গবাণী।

ঊষার তপন ধীরে ধীরে
কনক কীরিট পরায় শিরে
সাঁঝের শশী জোছনা নীরে
ধোয়ায় রাঙা পাদুখানি।

চৌদিকেতে সুখের লাস্য, হাস্য করে শান্তিরাশি ;
জলতরঙ্গ সাহানাতে তরঙ্গিনী বাজায় বাঁশী।
ষড়ঋতু অতিথ বেশে
তোর দুয়ারে দাঁড়ায় এ'সে
কক্ষে নিয়ে প্রেমের ঝাপি
বক্ষে ভালবাসাবাসি।

মুনি-ঋষির মনোলোভা
পল্লী তোমার হরিত শোভা,

প্রাণের চেয়ে তাইতে আমি
তোমায় বড় ভালবাসি ;
তোমার ঘরের শান্তিকণা তোমাব সুখের মৃদুহাসি।

জলদ বহে স্নেহের ধারা ঝরণা ঝরে চরণ চুমি,
তারায় তারায় কয় কথা এ পল্লী নাকি পুণ্যভূমি ?
দেবতারাও স্বর্গ ছেড়ে,
নেমে এ'সে আশিস্ করে,
সেই আশীর্ব্বাদ মাথায় ক'রে,
দিবানিশি বইছ তুমি।

তোমার ধূলায় শু'য়ে থে'কে,
লক্ষ টাকার স্বপ্ন দে'খে,
দিন ভিখারী আপনাকে
বাদসা ভাবে ধন্য তুমি ;
আজকে আমার ভুল হ'য়ে যায়, পল্লী না এ স্বর্গভূমি :

নির্ব্বাণ।

ভাবের ঠাকুর তোমায় মিছে
বাঁধতে চাহি ভাষার ডোরে,
অকূল, তোমার কূল খুঁজিয়া
পড়ছি শুধু ধাঁধাঁর ঘোরে।

অসীম তুমি, পাই না ভেবে
কোথায় আছে তোমার সীমা ;
হে অজপা, তোমায় জপতে
কোন্ নামেতে বাঁধবো বীণা ?

চিত্তনিবাস তোমা রে'খে
হৃদয় পুরে উপবাসী ;
মিছামিছি কর্‌ছি ভ্রমণ
গয়া গঙ্গা প্রবাস কাশী।

ভক্তি দিয়ে কে'ড়ে লও মোর
পঞ্চোপচার পূজার ডালা ;
তোমার মাঝে ডুবাও মোরে
পরে থাক্ এই জপের মালা।

জোয়ার।

আজি মোর মরা গাঙ্গে এসেছে জোয়ার,
কঠিন পাষাণে বাধা যে হৃদয় ছিল সদা,
আজি যে দিয়েছে খু'লে আপনি দুয়ার ;
যুগান্তের নির্ব্বাসিতা ভক্তি আজ পুলকিতা,
গাহিছে আপন মনে পঞ্চম শোয়ার ;
আজি মোর মরা গাঙ্গে এ'সেছে জোয়ার।

আজ আমি হ'য়ে গেছি নূতনে নূতন,
বিষয়-বাসনারাশি কোথায় গিয়েছে ভাসি'
কি মহা আনন্দ স্রোতে মন নিমগন,
সুদৃঢ় মায়ার ডোর আপনি ছিঁড়েছে মোর,
প্রাণ ভোর স্বাধীনতা করি আস্বাদন,
আজ আমি হ'য়ে গেছি নূতনে নূতন।

আজ আমি আনন্দের পূর্ণ অবতার,
নাহি দুঃখ নাহি ক্লেশ, নাহি নিরানন্দ লেশ,
অভাব যাতনা জ্বালা ভয় হাহাকার;
আমার নিকটে শত রাজপদ মূর্চ্ছাহত,
সহস্র সাম্রাজ্য লুটে চরণে আমার;
আজ আমি আনন্দের পূর্ণ অবতার।

সফল জীবন মম, সার্থক সাধন।
উচ্চে নীচে সমজ্ঞান, ভেদাভেদ তিরোধান,
চিত্ত আজ দেবতার পবিত্র আসন;
তীর্থে তীর্থে কাশীধাম, শব্দে শব্দে হরিনাম,
দেখি শুনি ভক্তবীর ধ্রুবের নর্ত্তন,
সফল জীবন আজ সার্থক সাধন।

কপাল জোর।

ভুলেও তোমারে আমি ভালবাসি নাই স্বামী,
বারেকের তরে কভু ভাবি নাই দয়াময়,
তবু যে আমারে এত ভালবাস অবিরত,
সে শুধু তোমারি নাথ, করুণার পরিচয়।

একটী দিনের তরে, ডাকি নাই প্রাণ ভরে,
চাহি নাই ও চরণে লুটাতে ললাটতল ;
তবু তুমি ডে'কে এনে রাখিয়াছ শ্রীচরণে,
সে শুধু তোমারি নাথ, মহত্ব হৃদয়বল।

হৃদয়-মন্দিরে ডাকি, তোমারে যে ধরে রাখি,
কোথায় আমার সেই, প্রণয়-ভকতি-ডোর ?
আপনি সাধিয়া তবু ধরা যে দিয়েছ প্রভু,
যে শুধু তোমারি কৃপা, আমার কপাল জোর।

সৃষ্টি-কাব্য।

কবিগো, তোমার এই অফুরন্ত সৃষ্টি-কাব্যে
খু'লেছ কি রসের বাহার ;
কি ভাব কি ভাষা দিয়া, লিখিয়াছ এ কবিতা,
কিছুইতো বুঝিনা তাহার।

দম্পতি-প্রণয়ে লিখা কি কবিতা মনোহর,
মাতৃ-স্নেহে কোন্ রসাভাস ;
কোন্ ভাবে রচিয়াছ গ্রহতারা নভশ্চর,
চন্দ্র সূর্য্য অনন্ত আকাশ ?

নিদাঘের ফুলদলে বসন্তের সমীরণে
কি কবিতা রেখেছ লিখিয়া ;
চেয়েছি বুঝিতে আমি কতবার মনে মনে,
কিছুইতো বুঝিনি দেখিয়া।

নিশিদিন শুধু এই আত্ম ভোলা আঁখিদুটী,
নিনিমেষ রহিয়াছে চে'য়ে,
কতকি অজানা ভাব অগোচরে ফু'টে উঠি,
এ জীবন ফেলিয়াছে ছে'য়ে।

শারদা।

শরৎ, আবার দিলি সেই কথা তুলিয়া ?
সেই হাসি সেই তান, সেই পুণ্য প্রেমগান,
বহুদিন যারে আমি গিয়েছিনু ভুলিয়া ;
বহু কষ্টে যারে আমি ছে'ড়েছি একটু খানি,
নিবানো সে প্রেমবহ্নি পুনঃ দিলি জ্বালিয়া ?

এমনি এমনি দিনে মধুময়ী অবনী,
করিয়া কুসুম বাসে মলয় আসিত পাশে
ছল্ ছল্ কল্ কল্ বয়ে যে'ত তটিনী,
আনন্দে ফুটিত কলি, হাসিত কুসুমগুলি,
বাজিয়া উঠিত প্রাণে কত শত রাগিনী।

এমনি এমনি দিনে শেষ রে'তে উঠিয়া,
লইয়া ফুলের ডালা গিয়েছি শেফালী তলা,
সমবয়সীর সনে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া;
রজনী না হ'তে ভোর, বাছা বাছা সুমধুর
রাশি রাশি ফুলকুল আনিয়াছি লুঠিয়া।

আজিকে আমার আর সেই দিন নাহিরে;
সেই মুখ হাসি রাশি সকলি তো গেছে ভাসি'
আমি যে পড়েছি এ'সে সংসারের বাহিরে;
নিয়তির চক্রে আজ নিয়েছি ভিখারী সাজ,
এ হৃদয় ধু ধু মরু সুখ তায় নাহিরে।

বিরাগ।

সংসারের কোলাহলে আর, কেন মোরে টে'নে নিয়ে যাও?
একাএকা আমি আছি বেশ, একাএকা থাকিবারে দাও।
ধন রত্ন মাণিকে আমার কিছুইতো নাহি প্রয়োজন,
ও সকল মিছে প্রলোভনে ভুলাইতে চাহ কেন মন?

সংসারের এক কোণে আমি দুটী বনলতার উপর,
আর দুটী লতিকা জড়া'য়ে বাঁধিয়াছি আপনার ঘর।
ব'সে সেথা আপনার মনে গান গাই হইয়া আকুল;
দূরে থে'কে চকিত শ্রবণে শোনে ওই মাধবী বকুল।

বনরাণী কাছে থাকে বসে বনে নিতি নূতন নূতন;
কত গান কত কথা, এ'সে কাণে কাণে কহে সমীরণ।
বিহগেরা ঊর্দ্ধ পানে ধায় তাই দে'খে অহো কতবার,
কতনাকি আশার কুসুম ফু'টে উঠে হৃদয়ে আমার।

ও সকল বন-পাখী সনে মন-পাখী উ'ড়ে যে'তে চায়;
কোন এক অনন্ত গগনে কোন এক মেঘের ছায়ায়।
কত সুখ কত শান্তি এসে ফুলবধূ করে যায় দান;
চন্দ্রমার সোণালী কিরণে বিশ্ব-প্রেমে ভরে উঠে প্রাণ।

সংসারের কোলাহল মাঝে, এত শান্তি পায় কিরে কেউ।
সেথা চিত্ত কেলায় ঢাকিয়া, শুধু দুঃখ বেদনার ঢেউ।
তাই বলি সে সবার মাঝে, কেন মোরে টেনে নিয়ে যাও ?
একাএকা আমি আছি বেশ, একাকী থাকিবারে দাও।

দেবতা।

দেবতাগো, দেবতা আমার,
কত দূরে রহিয়াছ আর ?
আমি যে তোমারি লাগি, সারা নিশিদিন জাগি'
পাছে পাছে ঘুরিছি তোমার,
তবু বারেকের তরে চাহিছনা মুখ ফিরে,
কেন কেন, কেন প্রেমাধার ?

দেবতাগো দেবতা আমার,
এস এ'স খুলেছি দুয়ার,
হৃদয়ের সিংহাসনে তোমারে বসাব এনে,
বড় সাধ এইটী আমার ;
তুলিয়া তুলসী দলে ওরাঙ্গা চরণ তলে
আমারেই দিব উপহার।

দেবতাগো দেবতা আমার,
নীরবতা ভে'ঙে এই বার
মানব-ভাষায় এ'সে, ডাক দাও হে'সে হে'সে,
নামটুকু ধরিয়া আমার ;
বল "রে বিরহী তোর্ মুছাতে নয়ন লোর
এই দেখ এসেছি এবার।"

দেবতা গো দেবতা আমার,
জগতের মোহ-কারাগার
সবলে ভাঙ্গিয়া শেষে, তোমার প্রেমের দেশে,
আমি গিয়ে বসাবে বাজার !
প্রাণে প্রাণে মনে মনে মিশে যাব দুইজনে,
দুইজনে হব একাকার।

এইটী আমি চাই।

তোমার লাগি' সত্যি যদি প্রাণটা আমার কাঁদে ;
তবেই এ'সে পড়ো আমার ভালবাসার ফাঁদে।
তবেই আমায় ভালবে'সো নইলে একা একা ;
গায়ে প'ড়ে বাসতেভাল কার্‌বা এত ঠেকা ?

ভাল কাজটী করি যদি প্রাণঢালা মনচলা,
দিও আমার গলায় দিয়ে পুরস্কারের মালা,
আবার যদি মন্দের দিকে কখন পড়ি হে'লে;
প্রাণে দিও অনুতাপের বজ্র আগুণ জ্বেলে।

দুঃখ পে'য়ে মূর্খ পাগল হইলে আপন হারা;
সদয় হ'য়ে "দয়ার সাগর" নামটী রেখো খাড়া।
আবার যদি ইচ্ছা ক'রে তোমায় ভুলে যাই;
পাষাণ হ'য়ে শাসন ক'রো এইটী আমি চাই!

পরিবর্ত্তন।

যেদেশের স্থলে জলে, যেদেশের ফুলে ফলে,
গাথাছিল করুণার গান;
সেদেশে আমার মত একজন আশাহত
কাঙ্গালের হবেনাকি স্থান?

যেদেশের ইতিবৃত্ত সঙ্গীত সাহিত্যে নিত্য,
ভরা আছে এত দয়া স্নেহ;
একটী বেদনাতুর দুঃখিতের দুঃখ দূর
সে দেশেকি করিবেনা কেহ?

করুণার পূর্ণশশী মূর্ত্তিমান প্রেম আসি,
যেই দেশে লভিল জনম।
যত পাপী তাপী দীনে, অনাথ আশ্রয়হীনে,
ক'রে নিল আপনার জন।

পরকে আপন করা, ব্যথিতের দুঃখ হরা
যেদেশের মূলমন্ত্র হায়;
আজিকি এতই নীচে সেইদেশ পড়ে গেছে
ডু'বেগেছে এত নীচতায়?

কেন কেন এখনোত সেই রবি সমুদিত,
সবি সেই আগের মতন;
এখনো যমুনা বহে, হিমাদ্রি দাঁড়ায়ে রহে,
তবে কেন এ পরিবর্ত্তন?

শান্তি-নিকেতন।

গিছে দুঃখ পাপ তাপ, অশান্তির অভিশাপ,
অভাবের গিছে হাহাকার;
যাছিল পরাণ ভরে দূরে যাক, তাহাদেরে
এইখানে ডাকিওনা আর।

অতীত বিষাদ গাথা গে'য়ে আর কেন হেথা
হৃদয়ের বাড়াও বেদন ?
এতো নহে অশান্তির চিরবাস ধরণীর
এযে মোর শান্তি-নিকেতন।

কুসুম-কোমল ও বজ্র-কঠোর।

কুসুম-কোমল পাদুটী তোমার,
অভয় আশিস বরষে ;
বজ্র-কঠোর হৃদয় আমার
কোমল হবে সে পরশে।

আঁধার জীবন আলোকি' উঠিবে
তোমার করুণা-কিরণে,
মলিন মানস হইয়া উঠি'বে
রঞ্জিত রজত হিরণে।

কৃপায় তোমার হইবে নীরস,
বাসনা কামনা সরসা,
এত ভেদ তবু হইব অভেদ,
র'য়েছে প্রাণে এ ভরসা।

বিদায় সঙ্গীত।

কত সুখে দুইজনে গাহিতাম গান
তটিনীর তীরে ;
কানে কানে কত কথা ব'লে আসিতাম
সন্ধ্যা-সমীরে।
প্রভাতে বকুল তলে সাজিভরা ফুলে
মালা গাথি' আনি,
সাজাতেম প্রেয়সীরে সে কদম্বের মূলে
ফুল-কুল-রাণী।

কত স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসাবাসি,
কত শত গান ;
চোকে চোকে কত কথা, গালে হাসাহাসি,
মান অভিমান,
হ'তো সদা দুজনার ; কিন্তু পরশেষ
একি হলো হায় ;
একটী কথায় সব হ'য়ে গেল শেষ
বিদায় ! বিদায় !!

গ্রন্থকার বিরচিত সুন্দর গীতিকাব্য

আলোকণা

সম্বন্ধে কতিপয় পত্র, পত্রিকা, ও সাহিত্য রথীগণের অভিমত।

ঢাকা প্রকাশ ঃ—১৩২৩, ২৮ শ্রাবণ। আলোকণা একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। গ্রন্থকার একজন অপরিণত বয়স্ক বালক। বাল চাপল্য মনে করিয়া, প্রথমে আমরা পুস্তিকাখানাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু উহা পাঠ করিয়া সম্পূর্ণ অন্যরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। বয়স সুলভ সরলতায় সমুদ্দীপ্ত হৃদয়োদ্যান হইতে যে সকল কুসুম চয়ন করিয়া, এই বালক বাগদেবীর চরণে অঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন, তাহার অনেক গুলিই আমাদের প্রাণে আনন্দ সঞ্চারে সমর্থ হইয়াছে। একালের কবিতায় প্রায়ই যেমন প্রবৃত্তির পঙ্কিলতা কখনো প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকিয়া, কখনো বা প্রকটরূপে পরিস্ফুট হইয়া পাঠকের চিত্তে লালসার জ্বালা জাগাইয়া তোলে, আলোকণার কবিতায় তাহার চিহ্নমাত্রও পরিদৃষ্ট হয় না। যৌবনের পথে পদার্পণোন্মুখ গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা সামান্য প্রশংসার বিষয় নহে। আলো° কণার প্রত্যেক কবিতায় যে বিমল ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয় "এই বালকের হৃদয় যেন একালের উপাদানে গঠিত নহে।" "জীবন ও মরণ" "শান্তি না ভ্রান্তি" "ভাঙ্গা ও গড়া" "কিভুল কিভুল" প্রভৃতি কবিতায় এই বালক কবি যে উচ্চ ভাবের আভাস দেখাইয়াছেন, অনেক প্রবীণ ব্যক্তিরও তাহা প্রণিধানযোগ্য। "ভেঙ্গে দাও" কবিতায় বালকের অভিমানটুকু বড়ই মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী। দেশের সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ এই নবীন গ্রন্থকারের উৎসাহ বর্দ্ধনে অগ্রসর হইলে, সময়ে ইনি যথার্থ কবির আসন অধিকারে সমর্থ হইবেন।

প্রতিভা ঃ—১৩২৫, বৈশাখ। গ্রন্থকার নবীন। তাঁহার কাব্য চেষ্টা সফল হউক। .... যে সুন্দর ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রশংসার যোগ্য।

ঢাকা গেজেট ঃ—কতকগুলি কবিতা বাস্তবিকই লেখকের পাকা হাতের পরিচায়ক।

১। বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—......আলোকণা আশার কিরণে সমুজ্জল।

২। মুসলমান সমাজের শ্রেষ্ঠ কবি কায়কোবাদ সাহেব লিখিয়াছেন ঃ—

আলোকণার কবিতাগুলি আমার নিকট বড়ই মধুর লাগিল। কোন কোনটী যেন সদ্য প্রস্ফুটিত কুসুম। অনেক প্রবীণ কবির লেখনী মুখেও, এমন মধুর ও প্রাঞ্জল কবিতা বাহির হয় না।

৩। ৺ কাশীধামের প্রতিষ্ঠাবান সাধককবি কিরণচাঁদ দরবেশ লিখিয়াছেন ঃ—

আপনার আলোকণা পড়িয়া সুখী হইলাম। কবিতাগুলির প্রধান গুণ এই যে ইহার কোথাও কোন প্রকার হেঁয়ালী নাই। ...... কালে আপনার কবিতা বঙ্গ সাহিত্যে উচ্চস্থান পাইতে পারিবে। আপনার কবিতায় স্বাস্থ্য ও সঙ্গতী আছে।

৪। ঢাকা জগন্নাথ ও ময়মনসিংহ কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় অধ্যাপক, ঢাকা সাহিত্য পরিষদের মেম্বার শ্রীযুক্ত কামিনী-কুমার সেন এম, এ, বি, এল, মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

আমি আলোকণা অভিনিবেশ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি।

ইহা একটী কিশোর কবি হৃদয়ের উজ্জ্বল আলোকণা। ভাষা ও ভাব বড়ই প্রাঞ্জল অথচ মনোহর। শব্দের অনর্থক ঝঙ্কার দিয়া অসার ভাব ঢাকিবার চেষ্টা নাই। আমার বিশ্বাস বাঙ্গালীর বিপুল গীতিকাব্য ভাণ্ডারে এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলি সমাদরে রক্ষিত হইবে। আমরা এই কিশোর কবির নবোদ্যম মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি এবং আশীর্ব্বাদ করি যে এই সহজ কবিত্ব শক্তি উত্তরোত্তর পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়া বঙ্গবাসীর কণ্ঠে নানা রত্ন মালায় বিভূষিত করুক।

ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন রায়, এম, এ. মহাশয় লিখিয়াছেন :—

আলোকণা পড়িয়াছি। বেশ লাগিয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষাটী সুন্দর, বলিবার ভঙ্গিটী বেশ সহজ সরল ; তাঁর ছন্দেও বেশ একটী স্বচ্ছন্দ প্রবাহ আছে। কবি ভবিষ্যতে কবিত্ব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন, আশা করা যায়।

৬। ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমার অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছে। লেখক স্থানে স্থানে খুব উচ্চ দরের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থকার বয়সে নবীন এবং বোধ হয় ইহাই তাঁহার প্রথম উদ্যম। আমার বিশ্বাস ধীরে ধীরে তাঁহার মনে সনাতন কবিতা-কুসুম আপনিই ফুটিয়া উঠিবে।

৭। বিদ্যাসাগর কলেজের পালি-ভাষার অধ্যাপক খ্যাতনামা সাহিত্যালোচক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

কবিতা পুস্তকখানি পড়িলাম। মন্দ লাগিল না। লেখক চেষ্টা করিলে কালে একজন খুব বড় কবি হইতে পারিবেন, এরূপ আশা আমারা করি।

৮। বঙ্গভাষার খ্যাতনামা সুলেখক শ্রীযুক্ত কুমুদিনী কান্ত গাঙ্গুলী বি, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

আলোকণা পড়িয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান যুগের কবিতায় যতটা শব্দাড়ম্বর ও অনর্থক ঝঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়, ভাবের সবলতা উদারতা ও মধুরতা ততটা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ যে আধ্যাত্মিকতার ভাব আমাদের নিজস্ব, অপামর সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ের অন্তস্তল সবল ও সুসম্বদ্ধ করিয়া যাহা এখনো হিন্দুজাতিকে জীবিত রাখিয়াছে; সেই আধ্যাত্মিকতা জাগাইয়া তুলিয়া পাঠকের প্রাণে একটা উদাস মধুর ভাবের সঞ্চার করিতে পারে, এমন কবিতা আজকাল খুবই বিরল।

তাই নবীন কবির কবিতাগুলি আমার এত ভাল লাগিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটী কবিতা প্রাণ দিয়া লেখা। প্রাণের নিগুঢ় প্রশ্ন, হৃদয়ের নীরব বেদনা, মনুষ্যত্বের প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা ইহার কবিতার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাষা সবল ও আড়ম্বর হীন, ভাব সরল ও মধুর, ভাবের প্রবাহও সহজ এবং অনাবিল। আমার খুবই, ভরসা আছে কালে বাংলা সাহিত্যে ইহার কবিতা খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিবে। ভগবান ইহাকে দীর্ঘজীবী করুন।

৯। বঙ্গের সুসন্তান, কলিকাতা হাইকোর্টের ভুতপূর্ব্ব বিচারপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলার স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, ডি, এল, পি, এইচ, ডি, মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

Sir, I beg to acknowledge with my best thanks the

receipt of your kind present of a copy of your book entitled (আলোকণা) an excellent booklet.

১০। ঢাকাকলেজের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন।

I have gone through the little poem "Alokona" by Babu Akrur Chandra Dhar. The diction is sweet, and the sentiments breathed in many of the pieces are lofty and enobling.

১১। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার এম, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

I have gone through the little book of poem called "Alokona" by Babu Akrur Chandra Dhar, and been much delighted with some of the poems. They show that the young author has already acquired not an inconsiderable mastery over the language, and has thoughts and images that are really gratifying. I should certainly wish him to cultivate the poetic sense in him, and shall be glad to read more writings of this kind from his pen.

১২। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ গোস্বামী এম, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

I found many poetic sentiments exhibited here

and there, in the booklet. His language is mild and tone lively. His diction als is melodious.

১৩। সোনারঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনীর সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ সেনগুপ্ত এম, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন।

We have read it with much interest and pleasure. It arrests the readers at once by the freshess and melidity with which its ideas are expressed.

It is a fine contribution to the Bengali literature, beyond all doubt. We shall be very glad to see him produce similar other works.

এতদ্ভিন্ন কবিবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার (পাটনা) প্রভৃতি মহাশয়গণও পুস্তক পাঠে সন্তুষ্ট হইয়া গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ পূর্ব্বক পত্র লিখিয়াছেন।